Antigone. This translation in Bengali by Alokeranjan Dasgupta of the Sophocles' *Antigone* is published with the assistance of UNESCO as part of Unesco's Major Project for furthering mutual appreciation of Eastern and Western Cultural values.

Sahitya Akademi, 1960

প্রধান পরিবেষক :

জিজ্ঞাসা

১৩৩ এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-১২

নিচের ঠিকানাতেও পাওয়া যায় :

সাহিত্য অকাদেমী

(১) রবীন্দ্রভবন, ফিরোজ শাহ রোড, নিউ দিল্লী-১

(২) রবীন্দ্র-স্টেডিয়াম, ব্লক ৫ বি, কলিকাতা-২৯

মুদ্রক : বীরেন সিমলাই, মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস,

৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা ১৩

গ্রন্থটি ইউনেস্কোর সহায়তায় প্রকাশ করা হইল। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পারস্পরিক সপ্রশংস-গ্রহণেচ্ছা পরিবর্ধনের জন্য ইউনেস্কোর যে সুবৃহৎ পরিকল্পনা আছে এই গ্রন্থ-প্রকাশ তাহারই অন্তর্গত।

সূচী

গ্রীক নাটক

সমগ্র গ্রীক নাট্যপ্রবাহ মূলত একটি নগরীর সৃষ্টি, তা হলো আথেন্স। নাট্যশিল্পের তিনটি স্বতন্ত্র ধারা ছিল : ট্র্যাজেডি, বন্যনাট্য (বা satyr drama, যার স্বল্পাংশই উত্তরকালে রয়ে গেছে) এবং কমেডি। ত্রিধাবিভক্ত এই ধারাগুলির মধ্যে অবশ্যই এই একটি জায়গায় সাদৃশ্যসূত্র ছিল যে, প্রত্যেকটিরই অভিনয় আথেন্সে বছরে মাত্র একবার, দিয়নুসাসের বার্ষিক উৎসবে অনুষ্ঠিত হতো। তাছাড়া প্রত্যেকটিতেই কুশীলবের সঙ্গে একটি কোরাস-সম্প্রদায়ের সমাবেশ ঘটতো। অভিনেতৃবর্গ নাট্যকবিতার (dramatic verse) আধারে কথা বলতেন, কোরাস গীতিকবিতার (lyric verse) আধারে গান করতেন আর সেই গানের সঙ্গে নৃত্যের সন্নিবেশও থাকতো। উল্লিখিত তিনটি ধারার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ক্বচিৎ-কখনো সাম্প্রতিক ইতিহাসকে আশ্রয় করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ট্র্যাজেডি তার কথাবস্তু ঐতিহ্যবাহিত পুরাবৃত্ত থেকে গ্রহণ করতো এবং ভাবভঙ্গিতে তা ছিল যথার্থই গুরুগম্ভীর। বন্যনাট্যও পুরাণ থেকে উপকরণ নিতো, কিন্তু গৃহীত সেই উপকরণকে নিতান্ত তরলভাবে, এমন-কি প্রাহসনিক উপায়ে, ব্যবহার করতো। পক্ষান্তরে, তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক জীবন বা বুদ্ধিজীবী মহলের জীবন থেকেই স্বেচ্ছাবিহারী কমেডির কাহিনী আহৃত হতো। নগরজীবনের উদ্ভট, হাস্যোদ্দীপক আবিল সমালোচনার সঙ্গে উচ্ছল অশোভনতার পুলকিত মিশ্রণ কমেডিতেই দেখা যেতো।

ট্র্যাজেডির উৎস দুর্জ্ঞেয়, এবং তার সন্ধান নিষ্প্রয়োজন। দিয়নুসিয় কোনো বিশেষ ব্রত অথবা ওরকম কোনো নির্দিষ্ট একটি উৎস থেকে ট্র্যাজেডি এসেছে, এই ধারণার মধ্যে সম্ভবত অসংগতি আছে। স্পষ্টই মনে হয়, প্রথমতম 'ট্র্যাজেডি' ছিল একটি নাটকীয় কোরাসধর্মী অনুষ্ঠান এবং তার সঙ্গে একটি মঞ্চব্যাপারও সংযুক্ত ছিল। কোরাসের অংশটিতে ডিথিরাম্বের প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। ডিথিরাম্ব ছিল প্রকৃতিদেবতা দিয়নুসাসের সম্মানে পঞ্চাশজন নর্তকের স্তোত্রনৃত্যের অনুষ্ঠান। কিন্তু দিয়নুসাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমনও অন্যান্য সমবেত কোরাসধর্মী অনুষ্ঠান তখন তো ছিল। অবশ্য নিজ বিবর্তনের কোনো স্তরেই ট্র্যাজিডিকে বিশেষভাবে দিয়নুসিয় বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে দেখা যায় নি। ট্র্যাজেডি দিয়নুসাসের উৎসবের

একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। এই তথ্য থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে, ট্র্যাজেডি সেই দেবতার পূজানুষ্ঠান থেকে সঞ্জাত হ'য়েছে। অন্যান্য ব্যাখ্যা বরং সম্ভব। তবে সুরাপ্রিয় দেবতার ভূমিকায় দিয়নুসাসের সঙ্গে যে কমেডি ও বন্যনাট্যের মধ্যে একটি নিবিড় যোগাযোগ ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৫২৫ খৃস্টপূর্বাব্দেই সর্বপ্রথম উদ্যমী সুশাসক পেইসিস্ট্রেটাস ট্র্যাজিডির এই নব্য শিল্পকে উৎসবের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দিলেন। কমেডিকে আরো পঞ্চাশ বছর পরে অনুরূপ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া হলো। এর মধ্যে কোনো একটা সময়ে অর্ধেক-মানুষ অর্ধেক-ঘোড়া, এই রকম সব জীবকল্পনাসমন্বিত বন্যনাট্য আর তাদের কোরাসের অংশকে ট্র্যাজেডির মধ্যে 'কৌতুকী অব্যাহতি'র (comic relief) ভঙ্গিতে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। যে-সব ট্র্যাজেডি রয়ে গেছে সবই সেই পঞ্চম শতাব্দীর, যখন স্বৈরতন্ত্র নির্মূল হয়ে গেছে, আথেন্সে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। ঈসকাইলাস, সোফোক্লেস এবং ইউরিপিডেসের ক'টি মাত্র নাটক পাওয়া যাচ্ছে, আর-কোনো কবিরই নয়। সম্পূর্ণাঙ্গ কমেডি বলতে যা-কিছু আমরা পেয়েছি, সেই সবই আরিস্তোফেনেসের লেখা। সেই কমেডিগুলির রচনাকাল ৪২৫ থেকে ৩৮৮ খৃস্টপূর্বাব্দ। এছাড়া মেনান্দারের লেখা চারখানি নাটক (৩৪২ থেকে ২৯২ খৃস্টপূর্বাব্দ) প্রায় সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া গেছে।

আথেন্সের নাটক জনউৎসবের অঙ্গ হিসেবে অনুষ্ঠিত হ'তো, এই ঘটনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই ঘটনাটি স্মরণ রাখলে নাটকগুলির পর্যালোচনকর্ম অনেক সহজ হ'য়ে আসে। শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা ছিল বিপুল, প্রায় পনেরো হাজারের কাছাকাছি। হুবহু না-হ'লেও কার্যত তা ছিল আথেন্সের সমস্ত নাগরিকসংখ্যার সমান। বিশদ ক'রে বলতে গেলে , এই শ্রোতৃমণ্ডলীই নিয়ন্ত্রী সংসদ্ হিসেবে জাতীয় কর্মপন্থা বিবেচনা ও নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে মিলিত হতো। তাই তাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধতা, অভিজ্ঞতা এবং বিচক্ষণতা যথেষ্টই ছিল। সেই কারণে ট্র্যাজেডির কাব্য-নাট্যকার গুরুত্ববোধ ও বুদ্ধির দিক থেকে একটি উন্নত স্তর আশা ক'রে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন। কমেডির কবিও প্রচুর উৎসাহে রাজনৈতিক স্যাটায়ার এবং তৎসদৃশ অপরাপর সমকালীন সূত্রের উল্লেখ করতে পারতেন। শেষোক্ত সূত্রোল্লেখের মধ্যে ট্র্যাজেডির কবিদের নকল ক'রে নাকাল করাও কম হতো না।

ট্র্যাজেডির বহিরবয়ব খুব কঠোরই র'য়ে গেল। স্বভাবী অথবা 'যথাযথ' জীবনানুগামিতার দিকে এর ঝোঁক কমই ছিল। এটাও মানতে হবে, কাঠামোর এই অনুদার কঠোরতা নাটকীয় টানা-পোড়েনের সঙ্গে খুব খাপ খেয়ে গিয়েছিল। কুশী-লব সংখ্যা ছিল পরিমিত। প্রথমে এক, তার পর দুই, তারও পরে তিন। অবশ্য একজন পাত্র একাধিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে পারতো। নাট্যবিধি অনুসারে সংলাপরীতি

বলতে প্রধানত লম্বা বক্তৃতা অথবা এক-এক ছত্রে নিবন্ধ কথোপকথন বোঝাত। পতনোন্মুখ অধ্যায়ের প্রাক্কাল পর্যন্ত কোরাস আর তার বৃহৎ নৃত্য-বেদিকাটিই ছিল প্রেক্ষাগৃহের অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ। ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পুরাণ থেকে আহরণ করলেও কবিরা তাঁদের লক্ষ্য অনুযায়ী সেই পরিগৃহীত পুরাবৃত্তের এদিক-ওদিক অদল-বদল করার ব্যাপারে চূড়ান্ত স্বাধীনতা নিতেন। কমেডি-কবিরাও তাঁদের উদ্দেশ্য অনুসারে পৌরাণিক বৃত্তান্তকে রঙ্গব্যঙ্গে পর্যবসিত করতে পারতেন।

এই উৎসব একজন দেবতার নামে উৎসর্গিত ছিল, এ-কথা ঠিক। এ-কথাও মানতে হবে যে, স্বশরীরে অথবা অশরীরী যে-কোনো ভাবেই হোক দেবতারা উদ্দিষ্ট নাটকের সংঘটনায় (action) অংশ গ্রহণ করতেন। তবু 'ধর্মীয়' শব্দটি বলতে আমরা সচেতন পুজো-আর্চা অথবা পবিত্র ভাবমণ্ডলে অনুষ্ঠেয় আরাধনার যে-ছবিটি বুঝিয়ে থাকি, সেই অর্থে এই অনুষ্ঠান ধর্মীয় ছিল না। নিঃসন্দেহে 'ভেকগণ'-এর (The Frogs) মতো কমেডি সদ্যনির্দেশিত অর্থে আদৌ 'ধর্মীয়' নয়। আবার, পক্ষান্তরে, অধিকাংশ আধুনিক নাটকের মতো ট্র্যাজেডি ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না। নাটকের মধ্যে প্রয়োজনীয় অংশ বিস্তার করলেও ব্যক্তির সমস্যা ও দ্বন্দ্বই ট্র্যাজেডির একমাত্র লক্ষ্যবস্তু ছিল না। নিছক সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা-সমূহের উন্মোচনেও তার প্রযত্ন নিয়োজিত ছিল না। এমন-কি 'আন্তিগোনে'র মতো নাটকেও ব্যক্তিগত বিবেক ও রাজার আইনের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের চেয়ে আরো অনেক-কিছুই আগ্রহসঞ্চারী, অবধানযোগ্য। এর পটভূমি সমকালবর্তী সমাজ অথবা রাজনৈতিক জীবন নয়, এ পর্যন্তই তাকে ধর্মাশ্রিত বলা চলে। কিন্তু মূলত মানব-জীবনের অস্তিত্ব আর তার অপরিবর্তমান বিধিনিষেধই তার এলাকা। এই নাটকে দেবতাদের সঠিক ভূমিকা হলো সেই সব বিধিনিষেধ নাটকীয়ভাবে প্রতিরূপায়িত করা, যার বিরুদ্ধে ক্রেয়োনের মতো পরিণাম-বিধুর চরিত্রগুলি বৃথাই যুঝে মরছে।

'আগামেম্নন' একটি স্বয়ংস্বতন্ত্র নাটক নয়, ওরেস্তেস-নাট্যত্রয়ীর প্রথম অংশ। এর মধ্যে ঈস্‌কাইলাস পাপ ও প্রতিবিধানের সমস্যাটিকে রূপ দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিকোণে, এ-সমস্যা অমোঘ দুটি নীতিতে নিয়ন্ত্রিত। কোনো-না-কোনো উপায়ে, দুষ্কর্ম কৃত হওয়ার পর ভারসাম্য ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এবং সহিংস প্রণালীর পতনরন্ধ্র (hybris) আরো হিংসা প্ররোচিত করবে, শেষে একটা তুমুল বিপর্যয় ঘটবে। 'আগামেম্ননে' পর্যায়ক্রমে অন্যায়কর্মে বিন্যস্ত হয়েছে আর প্রতিটি অন্যায়-ই সেখানে প্রত্যক্ষ ও প্রতিজিঘাংসু শক্তির দ্বারা লাঞ্ছিত হ'তে দেখা গিয়েছে। আর এই জিঘাংসাবৃত্তির অরুন্তুদ পরিণাম দেবতারা ও মানুষেরা

সমান-সমানই ভাগ ক'রে নিয়েছেন। প্যারিসের পাপকর্মের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে আগামেম্নন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন; শুধু তাঁরই নয়, দেবাদিদেব জিউসের-ও মনে সেই একই পরিকল্পনা বিরাজ করছে। কিন্তু রক্তক্ষরণের পূর্বাভাসে উত্তেজিত আর্টেমিস এমন একটা আহুতি চান যার ফলে আগামেম্নন যুদ্ধক্ষেত্রে যে-রক্তপাত করবেন, নিজরক্ত দিয়ে যেন তার মূল্যদান করেন। বস্তুত, দেবতারা যা অনুমোদন করেছিলেন তার জন্যই তাকে শাস্তি দিচ্ছেন—'দণ্ড-বিধানে'র বিচিত্র এই ধারণা বা হিংসোন্মত্ত প্রতিশোধবৃত্তির আড়ালে যে-শোচনীয় অসংগতি আছে, সেটিই এখানে চোখে পড়ে। এর আর যেন কোনো শেষ নেই। তেমনি পার্তাকিনী ক্লুতাইমেনস্ত্রা যখন তাঁর আত্মজার জন্য আগামেম্ননকে নিহত করেন, তখন এ-রকম একটা ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যেন ক্লুতাইমেনস্ত্রা নয়, অন্যেরাই ট্রয়ে গ্রীসবাসীর মৃত্যুতে প্রতিশোধ-সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে হত্যা করেছেন। কাপুরুষ ও ধর্ষকাম ঈজিসথাস ক্লুতাইমেনস্ত্রার সঙ্গে প্রতিনিবৃত্তিস্পৃহায় যোগ দিলেন : তাঁর পিতা থুয়েস্তেস কর্তৃক ভ্রাতৃজায়ার সম্মানহানিতে এই বৃত্ত সূচিত হলো, যার প্রতিফল দিতে গিয়ে আত্রেউস তাঁকে তাঁরই পুত্রের মাংস পরিবেষণ করলেন। এই রক্তাক্ত জিঘাংসাকর্মের প্রবণতা আত্রেউসের গৃহে অভিসম্পাতী হয়ে উঠলে, এরিন্যেয়েস বা হিংসাঘটনাপটীয়সীদের মধ্যে সেই প্রবণতা বিশেষভাবে রূপ পরিগ্রহ করলো। এই ভৈরবীরা আলোচ্য নাটকের দেবতাদের পরামর্শদাত্রী, এটাও লক্ষ্য করতে হবে। কাসান্ড্রার উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আপোলো একই প্রাসাদে তাঁর প্রাণ নিলেন, যে-প্রাসাদ অসংখ্য পাপের ঘটনাস্থল, ভৈরবীরা সেখানে সর্বদাই হানা দিচ্ছে। এর সমাপ্তি বিপর্যয়ের মধ্যে। সেই বিপত্তিকে ঈস্‌কাইলাস রাজহত্যা, লুণ্ঠন ও স্বেচ্ছাচারের সাঙ্কেতিকতায় অর্থময় করে তুলেছেন। শেক্সপীয়রেও তুল্য উদাহরণ মিলবে।' ঈসকাইলাসের তিন পর্বে সমাপ্ত নাটকের অবশিষ্টাংশে দেখি মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে ন্যায়নীতি সম্বন্ধে আরও সহনীয় চিন্তার শুভোদয়, এবং সর্বশেষে শৃঙ্খলা, কর্তৃত্ব এবং সুসভ্যরাষ্ট্র-নগরীতে নিরপেক্ষ বিচারবিভাগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে। সুতরাং এই ত্রি-পর্ব-সম্পূর্ণ নাটকে ঈস্‌কাইলাস মানব-সমাজের মধ্যে ন্যায়ের যে-আলেখ্য অঙ্কন করেছেন সেটি ক্রোধদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যুক্তিপ্রতিষ্ঠ।

'আন্তিগোনে' নাটকের অন্তর্লীন তাৎপর্য যথেষ্ট মহিমামণ্ডিত। ক্রেয়োন একজন সৎ অথচ সংকীর্ণচিত্ত রাজা। তিনি যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন আমরা তাকে মানবিক জগতের সর্বোত্তম ও চিন্ময়বৃত্তি বলে মনে করি, গ্রীক কবি তাকেই নীতিনিয়ম বলেন। আন্তিগোনের সহোদরপ্রীতি, পরিবারগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা, একটি মানুষের দেহ সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ মানবসমাজের স্বাভাবিক সুন্দর

শ্রদ্ধা, আন্তিগোনের প্রতি নিবেদিত আইমোনের প্রেম—ক্রেয়োন মনে করেন এই সমস্ত-কিছুকেই তিনি অস্বীকার করবেন, মুছে দেবেন। কিন্তু তাঁর নিজের এই অমানবিক মনোবৃত্তিজাত কার্যকারণের সহজ নিয়মেই তাঁর সন্তান ও তাঁর পত্নী আত্মহত্যা করলেন এবং ক্রেয়োন স্বরচিত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প'ড়ে রইলেন। তাহলে সাধারণ মাপের মনুষ্যজগতের দাবি-দাওয়া যে কোনো কূটনৈতিক রাষ্ট্র-কৌশলের চেয়ে অনেক বড়ো, আর সেগুলিকে শ্রদ্ধা করলে প্রাজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হয়।

'মিডিয়া' নাটক আপাতদৃষ্টিতে শুধু এমন একটি সংরক্তা নারীরই চরিত্র-চিত্রণ ব'লে মনে হবে, যিনি প্রথমে প্রেমে তারপর ঘৃণায় আক্রান্ত। কিন্তু এর বিষয়-ভাবনা, প্রকৃত প্রস্তাবে, আরো অনেক গভীর। আথেন্সের বহুলায়তন দর্শকমণ্ডলী শুধু শিল্পাস্বাদ ও বুদ্ধিগ্রাহ্য রসসম্ভোগের জন্যও এই নাটকের অভিনয় দেখতে যাবে, এমন একদিন তখন আসন্ন, কিন্তু তখনো আসেনি। যদি আমরা নাটকটিকে সত্যই শুধু চরিত্রালেখ্য হিসেবে বিচার করি তাহলে তা অসম্বদ্ধ হয়ে পড়ে। কারণ মায়ারথে করে সূর্যদেবের মধ্যস্থতায় ঘটনাটিকে তাহলে নাটক শেষ করবার একটা কৃত্রিম কায়দা ছাড়া আর কিছু বলেই মনে হয় না। ইউরিপিডেসের নাটকেও দেবতারা অন্তর্গত হয়েছেন এবং প্রায়শই তাঁদের ব্যবহার অযৌক্তিক, নৃশংস। যখন সোফোক্লেস কোরাসকে দিয়ে আফ্রোদিতের বন্দনাগান করান, তখন তিনি সেই অসাধারণ শক্তিশালিনী দেবীর মধ্য দিয়ে সমস্ত নাটকের পরিণতির দিকেই তাকান। আন্তিগোনে ও তাঁর নিজের প্রতি পিতার ব্যবহারে উন্মত্ত হয়ে আইমোন প্রথমেই যে ক্রেয়োনকে হত্যা করতে উদ্যত হয়ে ওঠেন, তার মধ্যে আফ্রেদিতেকে তাঁর ক্ষমতা-বৈভব প্রদর্শন করতে দেখা যাচ্ছে। 'মিডিয়া'তেও আফ্রোদিতে ক্ষমতাশালিনী দেখতে পাওয়া গেল। শুধু তিনিই নন, ইউরিপিডেসের অন্যান্য নাটকে অন্যান্য অনুরূপ দেবতারাই জায়গা জুড়ে আছেন। ইউরিপিডেস মনে করতেন, মানুষের প্রকৃতিতে বিপরীত শক্তির সমন্বয় আছে কিংবা থাকা উচিত, যেমন সংরাগ ও শুদ্ধি, উদগ্র আবেগ ও যুক্তিপরায়ণতা। যখন এই ভারসাম্য উভয়ত বিদ্যমান, সবই তখন ভালোর দিকে। আবার, 'মিডিয়া'য় যেমন, উদগ্র বাসনা যেই এসে যুক্তিকে আচ্ছন্ন করে দিল, তার অনিবার্য ফল সমূহ সর্বনাশ। এখানে এই সর্বনাশ যতটা না ব্যক্তিগত তার চেয়ে অনেক বেশী সার্বজনীন, সর্বব্যাপ্ত। মিডিয়ার যন্ত্রণা স্বীকার্য, কিন্তু তার সন্ততি, নিষ্পাপ বধূ আর তার পিতার মৃত্যুকে আমরা কিভাবে মানিয়ে নেবো? মিডিয়া নিজে সূর্যদেবের প্রেরিত রথে পলায়ন ক'রে পরিত্রাণ পেলেন। দুর্দম প্রকৃতিরই তো জয় হলো। আরিস্ততল তাঁর কাব্যতত্ত্বেও ইউরিপিডেসকে কবিদের মধ্যে সর্বাধিক 'ট্র্যাজিক' এই আখ্যায় অভিহিত ক'রে গিয়েছেন এবং সেই সিদ্ধান্তকে আমরা সুষ্ঠু বিচারই বলবো। ঈস্‌কাইলাস ও সোফোক্লেস আমাদের মনে এই বোধ জাগিয়ে দেন যে,

মানুষ যদি যথোচিত বিজ্ঞতা, সাবধানতা আর মাত্রাবোধের পরিচয় দেখায় তাহলে অন্তত তার খুব অসুখী হওয়ার আশংকা কমই থাকবে। ইউরিপিডেস মিডিয়ার মতো অস্থির-কেন্দ্র ব্যক্তির চিত্র আঁকেন। অথবা, তাঁর যুদ্ধনাট্যগুলিতে দেখা যাবে, ট্রয়ের গ্রীকদের মতো সমস্ত সমাজই যেখানে কামচারিতা ও নির্বুদ্ধিতার ক্রীড়নক হয়ে অপরপক্ষ ও আত্মপক্ষ দুদিকেই শোচনীয় ধ্বংসস্তূপ রচনা করছে।

সোফোক্লেসের থেকে মাত্র পনেরো বছর পরে জন্ম নিলেও ইউরিপিডেস যেন ভিন্ন যুগের। পঞ্চম শতকের শেষ কয় দশকে সমস্ত গ্রীস, বিশেষত আথেন্স একটি মননের যুগে পদার্পণ করেছিল। পশ্চিম য়ুরোপে সতেরো শতকের শেষার্ধে যা ঘটেছিল তার সঙ্গে এর তুলনা চলে। এই যুক্তিবাদের নবযুগের মহত্তম প্রতিভূ-পুরুষ ছিলেন সক্রেতিস। স্বভাবতই এই নব্য মননচর্চার ভালো ও মন্দ দুরকম ফলই ফলেছিল। ভাবগম্ভীর, ধর্মনির্ভর ট্র্যাজেডির মৃত্যু এই সময়েই ঘটলো—বিশ্লেষণী বুদ্ধিসর্বস্বতার যুগে তার অস্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। আরিস্তোফেনেসের মতো যে-সব গ্রীসবাসী উক্ত অধ্যায়প্রসূত কুফলগুলির দিকেও ঝুঁকে পড়েছিলেন, তাঁরা হয়তো বলতে পারতেন, এই যুগ প্রজ্ঞাবানকে চতুর বানিয়েছে, ধর্মবিশ্বাসের স্থলে অগভীর বিতর্ক-প্রক্রিয়াকে অভিষিক্ত করেছে আর এই যুগেই মানুষ ব্যক্তি-স্বাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে, নাগরিকসঙ্ঘের নিয়মানুবর্তিতা এবং সংহতিকে তলিয়ে দিয়েছে। এই রকম সম্ভাব্য মন্তব্যের মধ্যে যে একেবারে কোনো সত্য ছিল না, এ-কথা বললে ভুল হবে। ৪৩১ খৃস্টপূর্বাব্দে তো সত্যিই আথেন্স ও তার প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বী স্পার্টার মধ্যে একটা বড় রকমের যুদ্ধ বাধল। নিরন্তর সাতাশ বছর এই লড়াই চলল, যার শেষে আথেন্স একেবারেই হেরে গেল। এই যুদ্ধের সময়, যেমনটা ঘটে তেমনি, সর্বসাধারণের নীতিমূল্যের মান নেমে গেল। ক্রমশ সন্ত্রাসপন্থী ও অনতিশ্লীল মানুষেরা রাজনীতির কর্ণধার হ'য়ে জাঁকিয়ে বসলেন। এই দুর্নৈতিকতার পিছনে যাঁরা তৎকালের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আর তার অপপ্রভাব দেখতে পেয়েছিলেন, সেই কটুভাষী সমালোচকদের সঙ্গে আরিস্তোফেনেসের একটা যোগ ছিল।

যাই হোক, ইউরিপিডেস সোফোক্লেসের চেয়েও এই যুক্তিজাগৃতির আন্দোলনের অনেক কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। 'মিডিয়া'র অনেকগুলি অনুচ্ছেদ সেই সামীপ্যের সাক্ষ্য বহন করছে। সেবিকা যখন বলছেন যে-কবিরা আর সঙ্গীতজ্ঞেরা উৎসবপ্রহর উজ্জ্বল করতে পারেন কিন্তু দুঃখ অপনোদন করতে পারেন না, কিংবা সন্তান থাকা ভাল কি ভাল নয়—কোরাস যখন এ নিয়ে আলোচনা করছেন, সে-সব সময় আমাদের মনে হয় তিনি যেন নাট্যকার নন, গদ্যসন্দর্ভলেখক মাত্র। মিডিয়ার কোনো-কোনো বক্তৃতা তো মঞ্চমণ্ডপের চেয়েও বিচারসভার কথা বেশি করে মনে করিয়ে দেয়। উপরন্তু, তাঁর উপান্ত্য পর্বের কয়েকটি নাটক অনুধাবন করলে আমরা বুঝতে পারি,

কেন ভাবগম্ভীর ট্র্যাজেডির বিকাশ রুদ্ধ হয়ে গেল। কারণটি এই যে, জীবনের গভীর আর গূঢ় দিকগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করবার দিকে তাদের লক্ষ্যই ছিল না। যেন ও-ব্যাপারটার দায়িত্বভার তখন থেকে শুধু দার্শনিকদের উপরেই ন্যস্ত হয়েছে, এই তাঁরা ঠাউরেছিলেন। বিকল্পে তাঁরা রুচিশোভন ও সূক্ষ্ম রুচিমণ্ডিত নাটক লিখেছেন, যাতে এটা কিংবা ওটা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের শুষ্ক বাগাড়ম্বর আছে। ফলত, নাট্যরীতি ও কাব্যরীতিতে সেই মতো রূপান্তর সাধিত হলো। ভাবনা ও চিন্তনশক্তির যে-নিবিড়তা কবিতাকে ঈস্কাইলাস ও সোফোক্লেসের স্তরে উন্নীত করেছিল, তা এইবার অপসৃত হলো; সুরুচি, স্বচ্ছতা আর মসৃণতার অনুশীলন এখন থেকে ব্যাপকভাবে চলতে লাগলো।

আরিস্তোফেনেসের অন্যতম রসোচ্ছল কমেডি 'ভেকগণ'-এর পটভূমিকার অনেকখানিই বর্ণিত হলো। অর্থাৎ ৪০৫ খৃস্টপূর্বাব্দে যখন এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল, তার অব্যবহিত পূর্বে ইউরিপিডেস ও সোফোক্লেসের মৃত্যু হয়েছে। এই নাটকের ঘটমান ঘটনার বিশ্লেষণ তা নিজেই করুক, আমরা করবো না। এটি হুবহু পুরোনো যুগের কমেডির ধারারক্ষী, মুক্তোচ্ছ্বসিত, অবাধ কল্পক্রীড়। গুরুগম্ভীর মনোভঙ্গির একটি অন্তঃশীলা ধারা এর অন্তরালে ব'য়ে গেছে যা পুরনো কমেডিরই সগোত্র। আথেন্সের জন্য কবি যে দুশ্চিন্তিত এবং অতীতের অপ্রচলিত আদর্শগুলির দিকে ফিরবার জন্যই তিনি যে স্বাগত জানাচ্ছেন, সেটা আমাদেব দৃষ্টি এড়ায় না। দেবতাদের নিয়ে কৌতুকোদ্রেকী অবতারণাও কমেডি-সম্মত। পুরাণনন্দিত নায়ক হেরাক্লেস, যিনি তার জীবদ্দশায় অসংখ্য স্মরণীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, (পাতালে হাইদাসের অবতরণ যার মধ্যে একটি) এখানে তিনি হৃতগৌরব। অথবা দিয়নুসাসের কথাই ধরা যাক না কেন। যে-দেবতার সম্মানে এই নাটকটির অভিনয় আয়োজিত, যাঁর পূজারী বিশেষ সম্মানের আসনে আসীন, তাঁকেই বা এখানে তেমন কী সম্ভ্রমসূচক ভঙ্গিতে দেখানো হয়েছে! এখানে তিনি তো এখন আস্ত বোকা থিয়েটার-পাগল, আর তিনি এতই নির্বোধ যে ইউরিপিডেসের জন্য তাঁর রীতিমতো মাথাব্যথা। সর্বশেষে রঙ্গরহস্যময় সেই বিচারদৃশ্যটি মনে করুন, যেখানে সাহিত্য-বিচারও কি তীক্ষ্ণ, পক্ষপাতশূন্য। ট্র্যাজেডির অমন পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা যে এ-রকম একটি লোকতোষিণী কমেডির মধ্যেও বিরাট একটি জায়গা জুড়েছে—এর থেকেই বোঝা যাবে আথেন্সের কবিদের শ্রোতৃসমাজ কিরকম মননশীলিত ছিল।

গ্রীক নাটকের বিবর্তনে এর পরবর্তী ইতিহাস কয়েক মুহূর্তেই বলে দেওয়া যায়। শীঘ্রই গ্রীসের প্রতিটি নগরে প্রেক্ষাগৃহ স্থাপিত হলো। কিন্তু ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে আরিস্তোফেনেসের সিদ্ধান্তই নির্ভুল বলে প্রতিপন্ন হলো। ট্র্যাজেডি

ক্রমশই নিষ্প্রাণ হয়ে এল, রঙ্গালয়গুলিও ক্রমে-ক্রমে প্রাচীন সাহিত্যের পৌনঃপুনিক রোমন্থনে মজ্জমান হয়ে পড়ল। ইউরিপিডেস এই সময়েরই প্রিয় লেখক। অন্যদিকে কমেডি প্রাণবন্তই রইলো, যদিও তার কথঞ্চিৎ স্বরূপান্তর হলো। কেননা তার মধ্য থেকে রাজনৈতিক উপাদান বিদায় নিলো, বরং তা অপেক্ষাকৃত শান্ত, সুমিত হয়ে ব্যক্তিগত জীবনের সুসমাচারে পরিণত হলো। মেনান্দারের নতুন কমেডিকে আর যেন কমিক বা কৌতুকী বলবার উপায়ই থাকে না, বরং অনাথ শিশু, বহুদিন ধরে হারিয়ে যাওয়া শিশু, অথবা উদ্‌ভ্রান্ত যুবা—এদের নিয়ে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম চরিত্রচিত্রণ আর জীবন বিষয়ে বুদ্ধিঝলসিত মন্তব্য তাঁর পরিচ্ছন্ন নাটকে রয়েছে। আরো এক শতাব্দী পরে এই সব গ্রীক কমেডিই প্লটাস ও টেরেন্সের হাতে রোমক মঞ্চোপযোগী নবরূপ পরিগ্রহ করেছিল। যখন মহান্ আলেকজান্দার সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত গ্রীক সভ্যতা ব'য়ে নিয়ে গেলেন মঞ্চ ছিল তার একটি অন্যতম অংশ। এই সব মঞ্চে কোন্-কোন্ নাটক অভিনীত হতো, আমরা নিশ্চিতভাবে সে কথা জানিনা। নিশ্চয়ই চিরায়ত নাটকগুলি এবং সম্ভবত বেশ কিছু কমেডি সেখানে অভিনীত হয়ে থাকবে। আরো সম্ভব যে, সচরাচর অনুকরণাত্মক নাটিকা (mime) এবং নৃত্য সেখানে প্রদর্শিত হতো। গ্রীক নাটকের ঐতিহ্য ভারতীয় নাট্যপ্রবাহের উপর কোনরকম প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে মনে হয় না। তবে এটা অনুমেয় উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিয়দংশে ম্যাসিডনিয় সেলিউকাসের স্বল্পস্থায়ী রাজ্যকালে ভারতবর্ষের মাটিতে কয়েকটি গ্রীক নাটকের অভিনয় হয়েছিল।

কে. ডি. এফ কিটো

ভাষান্তরে আন্তিগোনে

ফাদার রব্যার আঁতোয়ান এই অনুবাদচেষ্টার সঙ্গে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সংলগ্ন ছিলেন। বহুদিন আগে তাঁর মুখ থেকে শোনা 'traduttore traditore' বলে সেই ইতালীয় প্রবাদটি আমি কখনো ভুলিনি। দেখতে প্রায় একরকম এই দুটি শব্দের মধ্যে 'u' এবং 'i'-এর স্বরবৈষম্য ছাড়া আর-কোনো প্রবল তফাৎ নেই, অথচ ঐ স্বরান্তরের মধ্যেই এমন একটি চূড়ান্ত শ্লেষ লুকিয়ে আছে, যার হুবহু ইংরেজি হলো : 'a translator is a traitor'—অনুবাদকমাত্রেই বিশ্বাসঘাতক। এ-রকম অভিযোগ সত্ত্বেও বিশ্বসাহিত্য অনুবাদের মধ্যস্থতায় সর্বগ হবার দায়িত্ব নিতে পারে। প্রসঙ্গত, 'আন্তিগোনে' অনুবাদের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে জানাই।

গ্রীক সাহিত্যের অগ্রণী শিক্ষকের এই সাবধানবাণী স্মরণীয়; 'হোমারিক গ্রীক ভাষাকে তার অগ্রজা অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষের সাহিত্যে অনুসৃত ভাষার সঙ্গে তুলনা ক'রে তাদের ব্যবধান অনুধাবন করো। ধ্বনিমূল্যে অথবা রূপতত্ত্বে সংস্কৃত হলো আরো প্রাচীনপন্থী। যে-ভাষাপরিবারে এর জন্ম তার সঙ্গে এর স্বচ্ছ গঠনবৈশিষ্ট্যের যোগাযোগ ভাষাতত্ত্বের ছাত্রের অবধানযোগ্য। গ্রীক ভাষার আকর্ষণ অন্যত্র—সে হলো গ্রীক মনেরই মূর্তরূপ।' ১ তবু প্রতীচীজগৎ ও হেলেনিক ভাবনার সম্পর্ক কন্যা ও জননীর, এবং প্রাচীন গ্রীক ও বৈদিক সংস্কৃতের সম্বন্ধ— উপরের ইঙ্গিতটিকে সম্প্রসারিত ক'রেই বলছি—আন্তিগোনে ও ইস্‌মেনের মতোই সহোদরাবন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে আছে। সেই সূত্রটিকে যথাসাধ্য কাজে লাগানোর আয়োজন করেছি। বিশেষত ঋগ্বেদের মন্ত্র সন্নিবিষ্ট ক'রে গ্রীস ও ভারতবর্ষের দূরত্ব সংকুচিত করতে চেয়েছি। এখানে কয়েকটি অনিবার্য দৃষ্টান্তের অবতারণা করি। দ্বিতীয় কোরাসের প্রথম আন্তিস্ত্রোফের প্রথম দুই পংক্তিতে আগের স্ত্রোফের শেষ দুই চরণের রেশ রাখবার জন্যে এই মন্ত্রটি রেখেছি :

দ্যৌষ্পিতঃ পৃথিবী মাতর্ ধ্রুগ্ অগ্নে ভ্রাতর্বসবো মৃলতা নঃ।

১ R. C. Jebb, *The Growth and Influence of Classical Greek Poetry.*

বিশ্ব আদিত্যা অদিতে সজোষা অস্মভ্যং শর্ম বহুলং বিয়ন্ত॥

(৬-৫১-৫)

[হে পিতা স্বর্গ, মাতা পৃথিবী ভ্রাতা অগ্নি ও বসুগণ, আমাদের প্রসন্ন করো। অদিতির পুত্রগণ ও অদিতি, তোমরা সম্মিলিত হ'য়ে আমাদের পর্যাপ্ত প্রশান্তি দান করো।]

ষষ্ঠ কোরাসের প্রথমে মূলানুগ ভাবাসঙ্গে এই মন্ত্রের ঈষদংশ উদ্ধৃত করেছি;

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো
দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্ ।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং
যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

(১-১৬৪-৪৬)

[আদিত্যদেবকে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি ব'লে অভিহিত করেন; সুন্দর পাখায় তিনি গতিশীল। তিনি এক হ'লেও বহুধা ব'লে কথিত হন; অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা নামে এঁর পরিচয়।]

বিচলিত ভাবিকথক তাইরেসিয়াসের মুখে এই মন্ত্রটি বসানো হয়েছে :

তন্নো দেবা যচ্ছত সুপ্রবাচনং ছর্দিরাদিত্যাঃ
ভরং নৃপায্যং ।
পশ্বে তোকায় তনয়ায় জীবসে
স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে॥

(১০-৩৫-১২)

[দেবসঙ্ঘ, তোমাদের প্রতি উদ্দিষ্ট যজ্ঞের সফলতা ইচ্ছা করো। আদিত্যগণ, বিত্তপূর্ণ রাজগৃহ দাও। আমাদের পশু, পুত্র, পৌত্র ও পরমায়ু প্রভৃতি বিষয়ে অগ্নির সমীপে স্বস্তিকল্যাণ প্রার্থনা করি।]

যথাস্থানে যদিও উদ্ধৃত হয়নি, তবু প্রসঙ্গসারূপ্যে, পোলুনাইকেসের মৃতদেহ সৎকারমুহূর্তে আবহ-আবৃত্তির জন্য এই দুটি শ্লোক সমাহৃত হ'তে পারে :

যত্তে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত বা শ্বাপদঃ ।
অগ্নিষ্টদ্বিশ্বাদগদং কৃণোতু সোমশ্চ যো ব্রাহ্মণাঁ আবিবেশ॥

উচ্ছ্বঞ্চস্ব পৃথিবি মা নি বাধথাঃ সূপায়নাস্মৈ ভব সূপবঞ্চনা।
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম ঊর্ণাহি॥

(যথাক্রমে ১০-১৬-৬ ও ১০-১৮-১১)

[হে মৃতজন, কাক শকুন পিঁপড়ে সাপ কিংবা শ্বাপদ তোমার দেহের যে-সব অংশ আহত করেছে, সর্বভুক অগ্নিদেব সেই সমস্ত আঘাত নিরাময় করুন। পৃথিবী, এই মৃতজনকে তুমি যন্ত্রণা দিয়ো না, মর্যাদা দিয়ো। সুখসামগ্রী দিয়ো, সুন্দর প্রলোভন দিয়ো। মা যেভাবে নিজের আঁচলে সন্তানকে সংবৃত করেন, তুমিও তেমনি ওকে আবৃত ক'রে রাখো।]

দ্যুলোকদেবতা জিউস্ কালক্রমে জুপিটারে বিবর্তিত হয়েছিলেন ব'লেই যে প্রথম কোরাসে বৃহস্পতিবন্দনার ত্রিষ্টুপ-স্তোত্রটি (৪-৫০-৪) প্রথম কোরাসের সূচনায় গৃহীত হয়েছে, তা হয়তো নয়। সদ্য-শেষ-হ'য়ে-যাওয়া যুদ্ধের স্নায়ুস্পন্দন নিয়েই কোরাসটির আরম্ভ এবং সূর্যদেবকে সরাসরি স্তোত্রনিবেদন না-ক'রে সূর্যরশ্মিরই উল্লেখ সেখানে লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া সারারাত্রির দুর্যোগের পর সেখানে সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে সরল সূর্যপ্রণাম মনস্তত্ত্বসংগত না-হওয়াই স্বাভাবিক। অন্যদিকে, বৃহস্পতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের দেবগুরু হিসাবে রাত্রির যে-কোনো অংশে আবির্ভূত হতে পারেন, এই ধরনের ঐতিহ্য আমাদের মধ্যে প্রচলিত। সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁকে আগে এনে পরে সূর্যকে বন্দনা জানানো হয়েছে।

গ্রীক দেবতারা যত কঠোর ততই নমনীয়। 'দেলফিমন্দিরে থুয়াদ্-দের রোমাঞ্চকর মন্ত্রতন্ত্র একই সঙ্গে আপোলো ও দিয়নুসাসের উদ্দেশে পাঠানো হ'তো: এঁরা দুজনেই সংগীতজ্ঞ ও দৈবজ্ঞ। থেবাই ও স্পার্তার কোনো-কোনো অঞ্চলে আপোলোর নামে যে-উৎসব অনুষ্ঠিত হ'তো, তা নামমাত্র আপোলীয় এবং বস্তুত দিয়নুসীয়। ক্রেতে দেশে তিনি জিউসের সঙ্গে সমীকৃত হয়েছিলেন, থ্রাকে দেশে সমর-দেবতা আরেসের সঙ্গে। আর্গোসের পুরাণে প্রোইতোসের কন্যাদের নিয়ে যে-কাহিনীটি আছে, সেটি সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্বজ্ঞেরা এখনো মনস্থির ক'রে বলতে পারেন নি যে দিয়নুসাস ও হেরার মধ্যে কোনজন সেই মেয়েদের উন্মত্ত ক'রে তুলেছিলেন। এই সব অভিজ্ঞান যেখানে চরম সে-সব ক্ষেত্রে আপোলো কি দিয়নুসাস কি হেরা সবাই স'রে যান, আদি কৌমসমাজের ছন্দোময় ব্রতপার্বণ আস্তে-আস্তে আমাদের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে।' ১

একাধিক স্থলে জিউস বা আরেস বা দিয়নুসাসকে তাই আঞ্চলিক দুর্গমতা থেকে সরিয়ে এনে অনুষঙ্গে সদৃশ কোনো-কোনো ভারতীয় দেবতার পাশাপাশি

১ George Thomson, *Aeschylus and Athens.*

বসিয়েছি। এ-ভাবে পাশাপাশি বসালো দুটি নামের সান্নিধ্যে সেই নাটকীয় মুহূর্তের ইষ্টার্থ সাধিত হয় এবং গ্রীস ও ভারতবর্ষ একটি মহাদেশের অভিন্ন আকাশের নিচে মিলিত হ'তে পারে।

আমার উক্তির সমর্থনকল্পে ইন্দো-গ্রীক রাজাদের দুটি মুদ্রার বিবরণী পর-পর এখানে তুলে দিয়ে পাঠকদের উপরে এর সম্ভাবনা-বিচারের ভার অর্পণ করতে চাই :

১। দ্বিতীয় দিয়দিতাস্, ব্যাক্ট্রিয়ার রাজা (২৪৫-২৩০ খৃস্টপূর্বাব্দ)
স্বর্ণমুদ্রা। ১৩০ ভাগ সোনা। সামনের দিকে রাজার নিটোল মুখাবয়ব।
উল্টোদিকে : বাঁ দিকে লম্বা পা ফেলে নগ্ন জিউস্।
ডান হাতে সজোরে বজ্রায়ুধ নিক্ষেপ করছেন।
বাঁ হাতে ঢাল; বাঁ পায়ের কাছে একটি ঈগল।
বাঁ দিকে মালা। মুদ্রালেখ ডানদিকে।১

২। রৌপ্যমুদ্রা—আমুন্তসের মুখ : (আমুন্তস ৮৫-৭৫ খৃস্টপূর্বাব্দ?)
সামনের দিকে : শিরস্ত্রাণসজ্জিত আমুন্তসের আবক্ষ মূর্তি ডানদিকে তাকিয়ে; উল্টোদিকে : সিংহাসনে জিউস্ দেবীকে প্রসারিত ডান হাতে ধ'রে আছেন; বাঁ হাতে রাজদণ্ড ও পাম গাছের পাতা। উপরে মুদ্রালেখ এবং নিচে আমুন্তসের নাম।২

গান্ধারশিল্পের মধ্যে গ্রীক শিল্পরীতি যে-অর্থে অনূদিত হয়েছিল, উপরে উদ্ধৃত দুটি মুদ্রা-পরিচয় সেই অর্থে গ্রীক দেবতাদের নবজন্ম ঘোষণা করছে না; বরং মনে হয় প্রথম ছবিতে দিবস্পতি ইন্দ্রের সঙ্গে তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন, এবং দ্বিতীয় ছবিতে প্রজ্ঞাময়ী নগরলক্ষ্মী পাল্লাস্ দেবীকে তিনি যে ধ'রে আছেন, ভারতবর্ষীয় দেবদেবীর একান্ত পরিচিত মূর্তির সহযোগিতায় তাও চোখে লাগে না। গ্রীক দেবমণ্ডলেই এ-রকম নমনীয়ত্বের সম্ভাবনা নিহিত ছিল এবং তাই উরেনাস-ক্রোনোস-জিউস—এঁদের ভিতরে একটি নির্দিষ্ট কালপর্ব আছে, একজনের পর একজন আসছেন, রূপ থেকে রূপান্তরে তাঁর বৈশিষ্ট্য বাড়ছেই। এ-কথা মনে রেখে জিউসের পাশে, অবস্থা অনুযায়ী বিষ্ণু বা আদিত্য বা অন্য দেবতাকে সন্নিবিষ্ট করা সহজ হয়েছে। বেদে বিষ্ণুর যে-বর্ণনা আছে সেটি প্রধানত আদিত্য-বন্দনা, এবং পরিবেশের দাবিতে এই রকম আরো কয়েকটি সম্ভাব্য সাদৃশ্যের সূত্র নিয়ে ইন্দ্রের পাশে আরেস, বা অতনুর পাশে এরোসকে এনেছি।

---

১ V. A Smith, *Catalogue of the Coins in the Indian Museum*, p. 7.

২ কাবুল মিউজিয়মে রক্ষিত এবং A. K. Narain-এর *The Indo-Greeks* বইয়ের শেষের দিকে পঞ্চম চিত্রফলকে মুদ্রিত।

অবশ্য সর্বত্রই যে এই রকম অঙ্গাগী সন্নিবেশ করিনি সে-কথা বলা বাহুল্য।

'Ergon' বা ঘটনাগতির সঙ্গে 'mythos' বা গীতধর্মী বিবৃতি গ্রীক নাটকের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য। বিবৃতির ও নাটকীয় ঘটনাবেগের মধ্যে 'কোরাসে'র কাজ সবচেয়ে দরকারি। 'সাপ্লিকেস' ও 'ইউমেনাইদেস' নাটকে ঈস্‌কাইলাস গীতি ও গতির পরিণয়সাধন করেছেন তাতে এক-এক সময় বোঝার উপায় থাকে না, কার প্রাধান্য বেশি আর কার কম। সোফোক্লেস্ সেই দিক থেকে আরো সচেতন এবং সে-অর্থে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকে ভৈরবপন্থীদের সমবেত সংগীত ও বাউলের গানের সঙ্গে আখ্যান-ঘটনার আশ্চর্য টানাপোড়েন স্মরণীয় এবং তুলনীয়। 'তাই আন্তিগোনের ছয়টি সমবেত সংগীতের ক্রমান্বিত বিষয় হ'লো আর্গবাসীর আক্রমণে থেবা নগরীর অতীত দুর্যোগ; আইমোনের মধ্যবর্তিতায় উদ্‌ঘাটিত প্রেমের শক্তি; দানাএ, লুকাউর্গোস্ ও ক্লিওপাত্রার কারাভোগ-যন্ত্রণার সঙ্গে প্রতিতুলনা ক'রে দেখানো যে পাথরে তৈরি কবর আন্তিগোনের জন্য অপেক্ষা করছে; সহৃদয় দেবতা দিয়নুসাসের কাছে তাঁর প্রিয় থেবা নগরীর প্রতীক্ষিত জয়োল্লাসে যোগদানের জন্য উদ্বেল প্রার্থনা...প্রত্যেকটি কোরাসের প্রত্যক্ষ প্রভাবে সেই-সেই নাটকীয় মুহূর্ত টলমল করে উঠেছে।'১

এই 'কোরাস' গানগুলির ভাষান্তকালে 'choral ode' শব্দের প্রতিশব্দ নিয়ে চিন্তিত হয়েছিলাম। 'সম্মেলকসংগীত' 'সমবেত ধ্রুবপদ' 'বৃন্দগান' 'চারণগীতি' ইত্যাদি অনেক শব্দ প্রলোভিত করেছিল। 'Symphony'র প্রতিশব্দে রবীন্দ্রনাথ 'সংধ্বনিসংগীত' ব'লে যে-অর্থময় শব্দটি গ্রহণ করেছেন তা এখানে কাজ করলো না। সুতরাং choral ode-এর সমার্থক শব্দ হিসাবে 'সংস্তব' কথাটি একটু দুঃসাহসের সঙ্গেই ব্যবহার করেছি। এই দুঃসাহসের তথ্যভিত্তি নীচের শ্লোকাংশ :

'সূতমাগধবন্দীনাং সংস্তবৈর্গীতমঙ্গলৈঃ' ২

Strophe-র সমার্থবহ শব্দ হিসাবে সামগানের 'স্তোভ' শব্দটি প্রথম প্রলোভন হয়ে এসেছিল, কেননা নির্যতির সঙ্গে ঐ শব্দের একটা যোগ আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতীয় রাগসংগীতের দুটি পরিভাষা গ্রহণ ক'রে 'Strophe'-র জায়গায় 'স্থায়ী' ও 'antistrophe'র জায়গায় 'অন্তরা' প্রয়োগ করেছি। 'স্থায়ী অংশে গানের প্রকৃত

১ R. C. Jebb, *The Growth and Influence of Classical Greek Poetry.*

২ মহাভারত, দ্রোণপর্ব

প্রস্তাবনা হচ্ছে এবং অন্তরা অংশে বিষয়ের পরিসমাপ্তি ঘটছে ও তৃপ্তিদায়ক হচ্ছে।'

বিন্যাসের দিক থেকে গ্রীক নাটকের তন্ত্রীসংখ্যা ও তন্ত্রীসংকেত তানপুরা যন্ত্রের মতোই, সাধারণত গম্ভীর, সংবৃতবাক্ এবং প্রত্যক্ষ। তার ছন্দ অমিত্রাক্ষর হলেও তার ভাষা লৌকিক হ'তে ভয় পায়। 'সোফোক্লেসের ভাষা যখন অত্যন্ত ঋজু, তখনো রূপকধর্মী। তবু তিনি পিণ্ডার বা এলিজাবেথানদের মতো যুব-জনোচিত উৎসাহে শস্যের ঝুলি দিয়ে কাজ চালান না, হাতে-হাতেই বীজ বোনেন।...তাঁর মুখ্য পাত্রপাত্রীর দীর্ঘ সংলাপে কিংবা দূতদের সংবাদ পরিবেষণের সময়ে বর্ণনাধর্মিতার প্রয়োজনে আরো অলংকৃত ভাষা আশা করা অন্যায় ছিল না। কিন্তু কথোপকথনের ধর্মই সে-সব ক্ষেত্রে প্রকট।'২ সংস্কৃত নাটকের মতো গ্রীক নাটকে প্রাকৃতের কোনো স্বতন্ত্র বিধান নেই, সুতরাং সব চরিত্রই সেখানে একটি সমোত্তল জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে। তাই স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি, তদ্ভব ও তৎসম এক জায়গায় এনে সময়বিশেষে চলতি প্রবাদ জুড়ে দেওয়া অসংগত মনে করিনি। 'Stychomythia' বা এক-এক চরণে নিবন্ধ দ্রুত সংলাপচালনা—মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ঈসকাইলাস্' বইটিতে এর বাংলা করেছিলেন 'কথা-কাটাকাটি'—'আন্তিগোনে' নাটকেরও একটি আকর্ষণস্থল, এবং অনুবাদকালে বুঝেছি লেটার্সের হাতে-হাতে বীজ বোনার তুলনাটি কত অব্যর্থ।

এ-নাটকের উপসংহারে 'কোরাসে'র সংলাপ মাত্র ছয় ছত্রে সমাপ্ত। খসড়ায় সেখানে পর-পর এই তিনটি ঋক্‌মন্ত্র সংলাপের ফাঁকে-ফাঁকে দিয়ে ঐ মিতকথনের আপাতদৃষ্ট অভাব পূরণ করতে চেয়েছিলাম :

১· তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ (৩-৬২-১০ ঋগ্বেদ)

২· যো বিশ্বতঃ সুপ্রতীকঃ সদৃঙ্ঙসি দূরে
চিৎসন্তলি দিবাতি রোচসে।
রাত্র্যাশ্চিদন্ধো অতি দেব পশ্যস্যগ্নে সখ্যে
মা রিষামা বয়ং তব (১-৯৪-৭)

১ অমিয়নাথ সান্যাল, 'প্রাচীন ভারতের সংগীত চিন্তা'

২ F. J. H. Letters, *The Life and Works of Sophocles.*

৩· আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যান্তি বাসরম্।
পরো যদিধ্যতে দিবি ॥ (৮-৬-৩০)

আমার মনে এই ঋক্‌যোজনার পটভূমি ছিলেন সম্ভবত ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ। 'মুক্তধারা'র উল্লেখ আবার করছি। 'আন্তিগোনে' নাটকে দুই শ্রেয়োবোধের সংঘর্ষের মতো 'মুক্তধারা'তেও রণজিৎ বিভূতি ও অভিজিতের মধ্যে অনুরূপ দ্বন্দ্ব রয়েছে। আবার অভিজিতের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অবশেষে যে 'পরমা নিষ্কৃতি' (catharsis) হ'লো তাকে দৃঢ় করবার জন্য ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'চিরকালের মতো পেয়ে গেলি' কথাটির পরেও ভৈরবপন্থীর 'জয় ভৈরব, জয় শংকর' গানটির দরকার ছিল। অথবা 'নটীর পূজা'র কথা ওঠে। উপসংহারে শ্রীমতীর গান ও ভিক্ষুদের গান, অস্মিতার বিষাদ ও মুক্তকণ্ঠ নৈর্ব্যক্তিকতা রত্নাবলীর তিন চরণের বুদ্ধশরণমন্ত্রে এসে যে-ভাবে সংহত অথচ অকূল সমুদ্রে মিশে গেছে, তার সুদূরতম আভাসও যে 'আন্তিগোনে'র অন্তিমে অসম্ভব ছিলো এ-কথা মানতে পারি না। কিন্তু তা হ'লে এ আর গ্রীক নাটক থাকতো না। গ্রীক নাটকের শেষে আঘাতের পর আঘাত আছে, নিপীড়নের পর নিপীড়ন, তারপর আর মুখ ফুটে বেশি কথা বলার সামর্থ্য অথবা সেই দুর্বিপাক শান্ত রসে উত্তীর্ণ করার উপায় থাকে না। অংকের শেষদিকে কোরাসকে রেখে সেনেকা যে-ভাবে তাকে স্বতন্ত্র করেছেন ও ঘটনাপ্রবাহের উপরে তার অনধিকার জারি করেছেন, সোফোক্লেস যে সেই অর্থে তাকে অক্ষম করছিলেন, তা নয়। নাটকীয় অভিঘাতের প্রয়োজনে এমন ঘটেছে। রাসীনের 'আথেলিয়া'র শেষটুকু (৫।৮) দেখে আবার সোফোক্লেসের উদ্দেশ্য বুঝেছি এবং সঙ্গে-সঙ্গে 'আন্তিগোনে'র শেষ দৃশ্যে মন্ত্রশান্ত পরিবেশ আরোপ করার অন্যায় প্রলোভন থেকে নিবৃত্ত হয়েছি।

কৃতজ্ঞতা

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশ মনে রেখে দুয়েকটি গ্রীক নামের বানান বা উচ্চারণ বদল করেছি। ছন্দ অথবা ভাষাসঙ্গের প্রয়োজনে তাঁর প্রদত্ত তালিকার কাছে সব সময় অনুগত হতে পারিনি, এজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। বিশুদ্ধতার বিচারে সেই তালিকার সবগুলিই যথার্থ, তাই এখানে সেই শব্দাবলী পাঠকদের অবগতির জন্য উপস্থিত করছি : ক্রেওন, হাইমোন, তেইরেসিয়াস, এতেওক্লেস, পলুনিকেস, কাপানেউস, বাকখস, ওইদিপয়ুস, মেনোইকেউস, লায়স।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু এই অনুবাদকর্মে আমায় উৎসাহিত করেছেন। শ্রীপুলিন-বিহারী সেন, শ্রীশচীন্দ্রকুমার মাইতি, শ্রীশঙ্খ ঘোষ, শ্রীআলোক সরকার, শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহচর্য একই সূত্রে স্মৃতিধার্য।

আন্তিগোনে

(প্রথম অভিনয় : আনুমানিক ৪৪১ খৃস্টপূর্বাব্দ, যখন সোফোক্লেসের বয়স অন্তত পঞ্চান্ন)

মঞ্চে উপস্থিত পাত্রপাত্রী

আন্তিগোনে ॥ থেবা নগরীর মৃত রাজা ও রানী ঈদিপাস ও জোকাস্তার কন্যা

ইসমেনে ॥ তার সহোদরা

ক্রেয়োন ॥ তাদের মাতুল, বর্তমানে থেবা নগরীর একচ্ছত্র শাসক

আইমোন ॥ তার সন্তান আন্তিগোনের দয়িত

তাইরেসিয়াস ॥ একজন অন্ধ ভাবিকথক

একটি বালক ॥ তাঁর সঙ্গী

এউরদিকে ॥ ক্রেয়োনের রাণী, আইমোনের মাতা

ক্রেয়োনের একজন পার্শ্বচর

একটি প্রহরী

অন্যান্য প্রহরী ও পার্শ্বচর

থেবা নগরীর পনেরোজন প্রবীণ ব্যক্তির সম্প্রদায়, তাঁদের মধ্যে একজন সূত্রধার।

থেবা নগরীর নতুন রাজা ক্রেয়োনের প্রাসাদপ্রাঙ্গণ। সদ্য ঊষার আলো এসে পড়েছে। **আন্তিগোনে ইসমেনেকে** আকর্ষণ ক'রে একপাশের দরজা দিয়ে দ্রুত প্রবেশ করলো।

আন্তিগোনে। ইসমেনে শুনেছিস, ইসমেনে, বোন রে আমার!
ব'লে দে এ-ভাবে আর কত ঋণ শুধে দিতে হবে
দেবতাকে, যে আমাকে আর তোকে পুতুল নাচায়,
তোকে আর আমাকে যে মরণকালের আগে মারে!
বলতে পারিস কোন দুঃখ কোন দৈবদুর্বিপাক
বাকি আছে? কিংবা কোন কলঙ্কের ক্লিন্ন অপমান?
হায়, ঈদিপাস, মোরা ব'য়ে মরি বিষবৃক্ষফল।
আর তুই শুনেছিস সিংহাসনে নতুন রাজার
নতুন বিধান? না কি কানা মেয়ে তুই কালা মেয়ে
প্রিয়জন যাক তবু দেখবি না, শুনবি না কিছু?

ইসমেনে। তোমায় মিনতি করি, একবার শোনো, আন্তিগোনে,
এর মধ্যে শুনিনি তো বাইরের নতুন জোয়ার
কার পাড় ভাঙে, কার ঘর গড়ে, কিছুই বুঝিনি,
হঠাৎ যেদিন গেল দুই ভাই একেবারে চ'লে
আত্মঘাতী যুদ্ধ ক'রে, তারপর কিছুই জানি না।
শুধু জানি কাল রাতে, একরাত্রে আর্গবাসী যত
ছত্রখান হ'য়ে গেছে, তারপর কিছুই জানি না।

আন্তিগোনে। তা আমিও জানতাম, তাই তোকে সবার আড়ালে
এখানে এনেছি ডেকে চুপি-চুপি কিছু বলবো ব'লে।

ইসমেনে। কী জানি তুমি কী বলবে, ভাবনা যেন তোমার ভুরুতে
গুরু-গুরু কেঁপে ওঠে দুর্ভাবনার কালো মেঘ।

আন্তিগোনে। আমাদের দু'ভায়ের কথা বলি, ক্রেয়োনের আদেশ
এক ভাই রাজকীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ হবে,
অন্য ভাই পাবে না সে-অধিকার। এতেয়োক্লেসের

শবদেহ রাখা হবে মৃতদের রাজার মতন,
কিন্তু কী মর্যাদা পাবে আমাদের পোলুনাইকেস?
মৃত্যুর পরেও তার শান্তি নেই পথে রইবে প'ড়ে?
কেউ তাকে এককাঠা কবর কি একফোঁটা জল
দিতে পারবে না ব'লে দিয়েছেন মহান ক্রেয়োন।
তার মানে ওরে ভাই আমাদের পোলুনাইকেস
তুই শুধু খরচক্ষু শকুনিপাখির ভালোবাসা,
খরোষ্ঠী শকুনি পাখি তোর দেহ ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাবে
তোর আর আমার জন্য এ-আদেশ। ঐ যেন রাজা
এখনি এলেন ব'লে আদেশের মর্ম জানাতে;
যে নাকি অমান্য করবে, তাকে তিনি ইহলোক থেকে
স্থানান্তরে পাঠাবেন, ঢিল ছুঁড়বে রাস্তার মানুষ
তার গায়ে, তোর গায়ে কেমন বিঁধছে এ-খবর,
জানতে চাই, জানতে চাই দিবি কিনা জন্মপরিচয়,
রাজার ঝিয়ারি, নাকি দাসের ঘরের বাঁদি তুই!

ইসমেনে। এই যদি হয় তবে আমার কী করার রয়েছে?
আমি কে বাধা দেবার, কেবা আমি বাধা ভাঙবার?

আন্তিগোনে। শোনো, তুমি এই কাজে সঙ্গে-সঙ্গে থাকতে পারবে?

ইসমেনে। কোন কাজে?

আন্তিগোনে। মৃতদেহ তুলে ধরতে হবে, মৃতদেহ
তুলে ধরবার কাজে হাতে-হাতে সাহায্য করবে।

ইসমেনে। কী, তুমি কবর দেবে তাকে? তুমি রাজাজ্ঞা মানবে না?

আন্তিগোনে। সে আমার সহোদর, আশা করি তোমারো সে ভাই,
বেআইনি হ'তে যদি ভয় করো, ভ্রূক্ষেপ করি না।

ইসমেনে। ক্রেয়োনকে মান্‌বে না? তুমি কি পাগল হ'লে?

আন্তিগোনে। আমি
আমাকে মানতে চাই, তিনি কেন হাত দিতে যান?

ইসমেনে। মনে ভাবো, আন্তিগোনে, মোদের পিতার সর্বনাশ;
কী ক'রে গেছেন তিনি জন্মের মতন শেষ হ'য়ে,
নিজের কাছেই নিজে সাব্যস্ত করুণ অপরাধী
ঘৃণিত, অসম্মানিত, হৃতদৃষ্টি; তাঁর দুটি চোখ
নিজেরি দু-হাতে উপড়ে নিয়েছেন তিনি, আর তাঁর

একাধারে জায়া ও জননী—তিনি গাঁঠছড়া খুলে
ফাঁস প'রে অসময়ে ফেলেছেন শেষ নিশ্বাস।
মনে ভাবো আমাদের অসুখী দু ভাই—দুই ভাই
ছারখার হ'য়ে গেছে আত্মঘাতী যুদ্ধের আগুনে।
আজ দ্যাখো আমরা দুজনা এক, রাজার বিধান
না মানলে আমাদেরো পরিণাম তাদেরি মতন।
আমরা দুজনা একা, আন্তিগোনে, মোরা শুধু নারী,
আমরা শুধু যে নারী, পুরুষের সঙ্গে পারবো না,
আমরা তাদের প্রজা, সর্বসহা, ধৈর্যমাত্রসার,
যারা পরলোকগত সবাকার ক্ষমা চেয়ে আমি
জীবিত প্রভুর কাছে ছায়ার মতন অনুগত;
সাধ্যের বাইরে যাওয়া আমাদের পক্ষে যে মূঢ়তা!

আন্তিগোনে। অনেক হয়েছে, থামো। ভবিষ্যতে আর কোনোদিন
তোর সহায়তা চাই না, শুভেচ্ছার প্রয়োজন নেই;
আমার ভাইকে দেবো সমাধির শান্তি, সেইজন্য
মৃত্যু যদি প্রয়োজন হয় : তা-ও ভালো, তাই ভালো।
যাকে ভালোবাসি আমি তার পাশে নিশ্চিন্তে ঘুমাবো।
সে-মৃত্যু বরেণ্য। যাকে ভালোবাসি সেও ভালোবাসে;
আমি তো মাটির নিচে মরণের পরে চিরকাল
বাস করবো, তবে কেন মাটির উপরে যারা আছে
তাদের হুকুম শুনবো? তোমার যা অভিরুচি, করো,
যত ইচ্ছা ঘৃণা করো পবিত্র যা ঈশ্বরের কাছে।

ইসমেনে। ঘৃণা তো করিনি আমি, শুধু বলি সে-শক্তি সে-মেধা
একেবারে নেই যাতে রাজশক্তি অবহেলা করি।

আন্তিগোনে। আত্মপক্ষসমর্থন তুমি জানো, আমি তা জানি না,
আমি জানি একমাত্র যাকে ভালোবাসি তার ব্রত।

ইসমেনে। অসুখী, অভাগী ওরে, ভয় করে, বড়ো ভয় করে।

আন্তিগোনে। ঘোরাও নিজের চাকা, আমি থাকি ভাগ্যচক্র নিয়ে।

ইসমেনে। ঘুণাক্ষরেও তবে বোলো না তোমার এই কথা
কোনো মানুষের কাছে, আমিও কারুকে বলবো না।

আন্তিগোনে। যাও যাও ব'লে দাও আবালবৃদ্ধবনিতাকে,
সে-সৎসাহস থাকলে তোকে আর ঘৃণা করবো না।

ইসমেনে। আগুন তোমার বুকে, বরফ তোমার কাজে।

আন্তিগোনে। তাই

তর্পণের কাজে লাগে, স্বর্গতের আশীর্বাদ পায়।

ইসমেনে। এ এক অসাধ্য যজ্ঞ, এ আগুনে হাত পুড়িয়ো না।

আন্তিগোনে। তবুও জোগাবো আমি আমরণ হোমের সমিধ।

ইসমেনে। আলেয়া তোমার লক্ষ্য, জেনে-শুনে কেন ভুল করো?

আন্তিগোনে। তুমি কি এখনো থামবে? কেবল আমার ঘৃণা নয়;
মৃত মানুষের তীব্র ঘৃণার বিষয় হবে তুমি,
মৃতদের ঘৃণা ঢের দীর্ঘস্থায়ী। আমি অজ্ঞতার
অন্ধকারে ডুবে মরি, যত অন্ধকারে ডুবে মরি
আমার নিয়তি মোর, সে-মরণ মহার্ঘ মরণ।

[আন্তিগোনের নিষ্ক্রমণ

ইসমেনে। যাও, যদি যেতে হয়, ঋজুপথে মূর্ত একাগ্রতা,
ও যে ভালোবাসে, ও যে নিজেই একাগ্র ভালোবাসা।

[ইসমেনের নিষ্ক্রমণ

সূর্যের আলো সমস্ত প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়েছে। থেবা নগরীর পনেরোজন প্রবীন ব্যক্তির প্রবেশ ও সংস্তবগান।

স্থায়ী ॥ এক

বৃহস্পতি প্রথমং জায়মানো মহো জ্যোতিষঃ পরমো ব্যোমন্।
সপ্তাস্যস্তুবিজাতো রবেণ বি সপ্তরশ্মিরধমৎ স্তমাংসি ॥
সূর্যকিরণ, নমো ভরন্ত এমসি।
থেবা নগরীর সপ্ততোরণে এ কী বিচিত্র রশ্মির আয়োজন,
নবহরিদ্রা দির্কা নদীতে ঝরে বালার্কবর্ণ আলিম্পন।
আর্গোস হ'তে এসেছিল তার ভীষণ অশ্ব-'পরে
শাদা ঢাল হাতে দারুণ দস্যু, তাকে এই সমতল
হ'তে তুমি দিলে চিরনির্মূল ক'রে।
পোলুনাইকেস এনেছিল শত্রুতা,
ফেনিয়েছিল সে নদীর শান্ত জল,
চোখে-মুখে তার তুষারপক্ষ শ্যেনপক্ষীর ক্ষুধা,
মেঘে-মেঘে বড়ো তুলেছিল কোলাহল,
কোথা গেল তার শাদা ঢাল হাতে ঘোড়ার কেশরে সজ্জিত সেনাদল।

অন্তরা ॥ এক

মোদের পিতৃপুরুষের এই ভিটা,
সপ্তদ্বার এই যে মহানগরী,
রক্তপায়ী সে ফিরেছিল সঞ্চরি,
তার দুহাতের মশাল সে যেন চিতা,
রাজমুকুট যে চেয়েছিল ঝলসাতে!
পালিয়ে গিয়েছে ইহলীলা সংবরি'।
সে-ভীষণ রণ হ'য়ে গেছে কাল রাতে,
যেন সে ড্রাগন নিয়ে এসেছিল সরীসৃপের শঙ্কিল শর্বরী।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততং।
হিরণ্যাক্ষ দ্যুস্পিতা জয় জয়,
তাঁরি সম্পাতে নদী হ'লো সোনারং,
বিজিত সৈন্য গেল সন্তরি, ক্যাপানাস গেল রোষবহ্নিতে মরি'॥

স্থায়ী ॥ দুই

দুর্ভাগা ও যে জীবন্তমৃত তান্তালসের মতো
প্রথমে শূন্যে উদ্বন্ধনে, আর শেষে গেল প'ড়ে,
প্রতিধ্বনিত কম্পিত মাটি; নাকি সে মদনাহত
অলাতচক্রী মথিতমদিরাঘোরে
বিদ্বেষ নিশ্বসি'।
ইন্দ্রসমান আরেস তখন পাপীকে শাস্তি দিতে
উচ্চৈঃশ্রবা তুরঙ্গে যেন মুখরিত চারিভিতে,
বিজিতপক্ষে নিয়তি তখন কৃষ্ণাচতুর্দশী।
সপ্ততোরণে সাতজন সেনাপতি
বিসর্জি' প্রাণ, অশ্বারোহীর অসি ও বর্ম ছেড়ে
উৎসর্জিল দ্যুস্পিতা নামে সর্বাধিনায়কেরে;
শুধু দুইজন, এক জননীর জঠরের সন্তান
অসিযুদ্ধের বিনিময়ে নিল পরস্পরের প্রাণ,
এখন যমজ, কেননা তাদের এক মরণেই গতি।

অন্তরা ॥ দুই

ওড়ে যে আবার বৈজয়ন্তীমালা
আকাশচুম্বী থেবাই রথের চূড়ে,
ভুলব অতীত, আসে তো আসুক অতীতের যতো জ্বালা
ঘন সুপ্তিতে দুঃস্বপ্নের ক্ষুব্ধ অশ্বক্ষুরে।
আজ মোরা খুঁজি পবিত্র বেদী মঙ্গলকল্যাণে,
সারা বিভাবরী ভ'রে ওঠে তারি বৈতালিকের গানে,
থেবা নগরীর ধরণী যেজন কাঁপায় সুরের টানে,
কিশোর নায়ক ব্যাকাস্ জাগুক আমাদের মাঝখানে।

সূত্রধার

গান সারা হোক, এলেন রাজাধিরাজ,
মেনইকিসের কুমার ক্রেয়োন ঐ,
অর্পিল বিধি সুকঠিন রাজকাজ
ক্রেয়োনের হাতে। তিনি আজ নিশ্চয়ই
আমাদের কাছে যুক্তির সন্ধানে
এসেছেন, মোরা রাজার সুধীসমাজ।

দুজন দেহরক্ষী নিয়ে সম্পূর্ণ রাজবেশে **ক্রেয়োন** প্রাসাদের সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেন।

ক্রেয়োন। প্রাতঃপ্রণাম নিন সুধীবৃন্দ, সবি তো জানেন,
আমাদের রাজ্যতরী রাষ্ট্রতরী অকূল পাথারে
ভেসে প্রায় ডুবে যেতে গিয়েছিল, কোনোক্রমে বেঁচে
তলানির কাঠমাত্র নিয়ে আজ ফিরেছে ডাঙায়;
আপনারা বিচক্ষণ, নিশ্চিত জানেন কেন তবে
ডেকে পাঠিয়েছি। আজ আপনারা আমার নির্ভর,
যেমন ছিলেন যবে সিংহাসনে অখণ্ডপ্রতাপ
রাজা লাইয়স, আর তারপর যবে ঈদিপাস
অধিষ্ঠিত যুক্তরাজ্যে। ঈদিপাস যাবার পরেও
আপনারা স্থির সঙ্গী তাদের উত্তরপুরুষের;
কিন্তু তারা, শেষ দুটি বংশদীপ, তারাও যখন
পরস্পর সহোদরহত্যার নির্লজ্জ কালো রাতে
মুছে গেছে, সুতরাং একমাত্র নিকট আত্মীয়

বলে আমি রাজদণ্ডের যোগ্য উত্তরাধিকারী।
বেশ, এ তো ভালো, এ তো স্বাভাবিক, রাজশক্তি তবু
কোনো মানুষের শক্তি যতদিন পরীক্ষা না করে
সেই মানুষের শক্তি ততদিন প্রমাণ হয় না।
যদি কোনো রাজার কুমার হয় রাজার দুলাল
কখনো বলে না স্পষ্ট কখনো থাকে না স্পষ্ট পথে,
নরাধিপ নাম হোক, তাকে আমি নরাধম বলি।
যার কাছে রাজ্যের চেয়েও বন্ধু বড়ো, আমি তাকে
মানুষের অন্তর্গত পৃথিবীতে গণ্যই করি না।
সর্বদর্শী সত্যদর্শী বিধাতার নাম নিয়ে বলি
যে-মুহূর্তে টের পাবো কালসাপ ঢুকেছে নগরে,
বাক্‌সংবরণ ক'রে থাকবো না। আমার স্বজন
স্বদেশের শত্রু হ'লে দণ্ড দিতে দ্বিধা করবো না।
কে না জানে এ-দেশ আমার আমাদের ভাগ্যতরী,
তারাই যথার্থ বন্ধু যারা পাটাতনে বসলেও
টলমল করে না তরী, পারাবার পার হ'য়ে যায়।
এ-সত্য বুঝেছি, তাই সত্যের পথের বিঘ্ন মুছে
পার হবো; এ-আদেশ মৃত ব্যক্তিকেও ছাড়বে না;
বীর যে এতেয়োক্লেস, লড়েছিল এদেশের হ'য়ে,
এই নগরীর পক্ষে আমরণ যুদ্ধ করেছিল,
ধন্য যে এতেয়োক্লেস—তাকে যেন যত নাগরিক
স্রক্‌মাল্যচন্দনে সযত্নে সমাধি দেয়, আর
গভীর সম্মানে তার শোকগাথা উচ্চারণ করে।
অন্য-একজন, সেই দেশদ্রোহী পোলুনাইকেস,
নির্বাসিত দুর্জন সে, দেশে ফিরে পিতৃপুরুষের
গৃহদেবতার যত সোনার বিগ্রহ নষ্ট ক'রে
স্বজনের রক্তে তার পিপাসা মেটাতে চেয়েছিল,
সকলকে দাসবংশে পরিণত করতে চেয়েছিল,
শোনো সব দেশবাসী, যেন পাপী পোলুনাইকেস
না পায় সায়ংকৃত্য, না পায় মৃত্যুর রাজকর,
সমাধি দিয়ো না তাকে, একবিন্দু অশ্রুও দিয়ো না,
তার দেহ ফেলে রেখো কুকুর শকুন খেয়ে যাক।

এ-বিষয়ে এ আমার শেষ কথা, আমার রাজত্বে
সুজন শয়তান আমি এক আসনে বসাতে পারবো না।
যে শুধু দেশের জন্য সব দিল, জীবিত হ'লে সে
উপঢৌকন পাবে, মৃত হ'লে শহীদ সম্মান।

সূত্রধার। মেনইকিস স্বর্গগত, তাঁর যোগ্য সন্তান ক্রেয়োন
তোমার আদেশ রাখো শত্রুমিত্র সবার উপরে,
তোমারি তো অধিকার নির্বিশেষ নীতিরচনার,
যারা ম'রে গেছে যারা বেঁচে আছে সবার উপরে।

ক্রেয়োন। দেখবেন যা বলেছি অন্যথা না হয় যেন তার।

সূত্রধার। এ-কাজে দরকার অল্পবয়সের একজন লোক।

ক্রেয়োন। ইতিমধ্যে একজন মৃতদেহ পাহারার কাজে
নিযুক্ত হয়েছে।

সূত্রধার। তবে বাকি আর কী কর্তব্য?

ক্রেয়োন। আইনবিরুদ্ধ কণ্ঠ শুনলেই রোধ করবেন।

সূত্রধার। কে আছে এমন মূঢ় মৃত্যুকে যে আলিঙ্গন করে।
মৃত্যু ছাড়া গতি নেই। কিন্তু ভুল আদর্শের টানে
স্বপ্নচারী কেউ-কেউ মৃত্যুর সন্ধানে ছুটে যায়।

একটি **প্রহরীর** প্রবেশ

প্রহরী। মহারাজ, এ-কথা বলবো না : 'আমি শ্বাস বন্ধ ক'রে
ছুটে আসছি একটানা, একটুও থামিনি।' সত্যি কথা
বলতে গেলে মনে-মনে হুঁচট খেয়েছি বারবার,
পায়ের গোড়ালি যেন বারবার টেনে ধরছিল,
বুক ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে বলছিল : 'সাঙাৎ, ডুববি,
অমন চোদুনে গেলে, ডাইনে-বাঁয়ে দেখে শুনে চল,
ব্যস্তসমস্ত কেন? কপালে তো দুর্ভোগ আছেই।
আবার থামলি কেন? জোর চল। অন্য কারো কাছে,
ক্রেয়োন এ-কথা শুনলে পিঠে তোর থাকবে না ছাল।'
এ-সব ভাবতে-ভাবতে ঘামতে-ঘামতে ছোটো পথটাকে
বড়ো পথ করে নিয়ে পৌঁছতে ভীষণ দেরি হ'লো;
এবার আপনাকে সব বলি. কিন্তু কী ক'রে যে বলি,
যা-ই বলি ভাগ্য যেন হতভাগ্য না করে আমাকে।

ক্রেয়োন। কিন্তু কী এমন কথা, যার এত ভয়ানক ভার?

প্রহরী। মহারাজ, অপরাধ নেবেন না, সবিনয়ে বলি
সে-কাজ করিনি আমি, কিংবা যার করা সেই কাজ
তাকেও দেখিনি, তবে আমি কোনো শাস্তি পাবো না তো?

ক্রেয়োন। চালাকচতুর বটে, কথা সাজাতেও বেশ জানো,
শাদা কথা বলো দেখি, খারাপ খবর আছে কোনো?

প্রহরী। খারাপ খবর, তাই বলতে গিয়েও পারছি না।

ক্রেয়োন। ভনিতা কোরো না, বলো, তারপর দূর হ'য়ে যাও।

প্রহরী। তাহলে এবার বলি। জানি না কে, এইমাত্র এসে
মৃতদেহ সমাধিবেদীতে রেখে সাজিয়ে গিয়েছে,
শেষ কাজ ক'রে গেছে একেবারে নিখুঁত নিয়মে,
বালি ফুল লতা পাতা ঠিকমতো ছড়ানো রয়েছে।

ক্রেয়োন। কার এই সাহস, তুমি কী বলছো, কী বলছো তুমি?

প্রহরী। হুজুর, জানি না। কোনো চিহ্ন রেখে যায়নি আসামি,
একটি কুড়ুল নেই, ঘাসের চাপড়া ঠিক আছে,
মাটি সেই শুকনো মাটি, একটিও লাঙলের রেখা
দেখতে পাইনি, এত সাবধানে করেছে সে-কাজ
আর কী কৌশলে সেই দেহ ঢাকা ধুলোর ছাউনিতে
যেন কোনো নোংরা হাত নোংরা চোখ না লাগতে পারে;
হালকা ধুলোর ঢাকনা লেগে আছে, কেউ যেন এসে
বিছিয়ে দিয়েছে কোনো শাপমন্যি ভ্রূক্ষেপ না-ক'রে,
না, না, কোনো জন্তু কোনো শিকারি কুকুর গন্ধ শুঁকে
কাছে এসে ছিঁড়ে যায়নি ম'রে-যাওয়া লোকটার শরীর;
ওঃ, আমরা পাহারাওলার দল একে অন্যকে
দুষেছি এতক্ষণ, এমন কি এ ওকে দুই ঘা
দিতে গিয়েছিল, শেষে দেখা গেল সকলেই দোষী,
কিন্তু কেউ দোষী নয়। সবাই হলফ ক'রে বলছে
'আমি দোষী নই,' 'আমি দোষী নই', 'আমি দোষী নই।'
সবাই তাতানো লোহা হাতে নিয়ে আগুন পেরিয়ে
যেতে রাজি, তিন সত্য করতে রাজি বিধাতার নামে;
আসল আসামি যে কে তাও কেউ বুঝতে পারছি না,...
আমাদের মধ্য থেকে একজন এমন সময়

আমাদের মাথা নিচু ক'রে দিয়ে গ'র্জে উঠল,
আস্পর্ধা ছিল না কারো টুঁ শব্দ করি যে একবার,
সে আমায় বললো যেন আপনাকে সব কথা বলি,
কিছু না লুকোই যেন, আমি তাই অগত্যা এসেছি,
তাকে এড়াবার কোনো উপায় ছিল না ব'লে, তাই,
দুঃসংবাদের চর কে বা কবে তাকে ভালোবাসে ?

সূত্রধার। রাজন্, যখন ওর কথা শুনছিলাম, কাঁপছিলাম,
হয়তো এর মধ্যে কোনো অদৃশ্য শক্তির হাত আছে।

ক্রেয়োন। আপনি সময় থাকতে থামবেন ? যদি ব'লে ফেলি
আপনি যতখানি বৃদ্ধ ঠিক সে-আন্দাজে বোকা লোক।
স্বর্গের আকাশে র'ন দেবতারা, তাঁরা কি কখনো
নরকের কীট দেখে গোর দিতে যান ব্যস্ত হ'য়ে ?
ঘরশত্রু যে তাঁদের রত্নদীপ নৈবেদ্যের থালা
স্তম্ভে খোদাই স্তোত্র ইন্দ্রনীল দেউলপাষাণ
ছারখার ক'রে দিতে এসেছিল তাকে মাটি দিতে ?
পাপীকে প্রশ্রয় দেন দেবতারা, আপনি বলবেন ?
না, না, সে তো হ'তেই পারে না। আমি তত মূর্খ নই।
এর মূলে কয়জন অতি বুদ্ধিমান নাগরিক...
আমার আদেশ শুনে ঘরে-ঘরে চোখ রাঙিয়েছে,
তারপর মাথা নেড়ে পরামর্শ আইন-ভাঙানি
কানাঘুষা, ফিসফাস, চাপা শব্দ, এখন চীৎকার।
ঘুষ দিয়ে সৈন্যদের মুখ তারা বন্ধ করেছে!
মানুষেরা মানুষের আত্মা কেনে মুদ্রাবিনিময়ে ?
সুন্দর মানুষ পেলে অর্থ তাকে পিশাচ বানায়,
ঘরবাড়ি ভেঙে-চুরে গৃহস্থকে ঘরছাড়া করে,
কেন যে মানুষ করে শয়তানের শিক্ষানবিশী,
আমি যদি ঈশ্বরের বিশ্বাসী ক্রেয়োন হই, তবে
ভাড়া-করা শবচোর এই সেপাইরা একদিন
দণ্ড পাবে। আর শোনো, শেষকৃত্য যে করেছে তার
খোঁজ দিতে না-পারলে শেষকৃত্য তোমারো পাওনা।
তাকে নিয়ে এসো, নইলে তিলে-তিলে শুকিয়ে মারবো,
ঝুলিয়ে রাখবো শূন্যে, পেরেক ফোটাবো সারা গায়ে,

আশা করি তবে শিখবে একজনের কর্মচারী হ'য়ে
সবার বেতন নেওয়া ভালো নয়। সঞ্চয়ের ফল
অপচয়, স্বর্গ নয় বিপথে যাবার কর্মফল।

প্রহরী। আমি কি এখন যাবো? অনুমতি করেন তো যাই।

ক্রেয়োন। তোমার প্রত্যেক শব্দ কাঁটা হ'য়ে বি'ধছে আমাকে।

প্রহরী। হুজুর, কোথায় বি'ধছে, মাথায়, না কানে, কোনখানে?

ক্রেয়োন। ব্যথার ঠিকানা নেবে বিদূষক নাকি বেয়াদব?

প্রহরী। ফেরারি আসামি তবে বুকব্যথা, আমি কর্ণশূল।

ক্রেয়োন। এ-কোন লাগামছাড়া মুখ-আলগা অবাধ্য বাচাল!

প্রহরী। ঐটেই শিখেছি, কিন্তু সেই কাজ কখনো করিনি।

ক্রেয়োন। করোনি? তোমার আত্মা অর্থমূল্যে বিকিয়ে দাওনি?

প্রহরী। দোষ বা'র করবেনই ভেবেছেন, আজব ব্যাপার!

ক্রেয়োন। সন্দেহবাতিকগ্রস্ত আখ্যা দাও এক হাজার বার,
কিন্তু চোরকে ধরতে আর যদি দেরি করো তবে
দেখবে যে বাঁ হাতের কাজে কোনো সুফল হয় না।

[প্রাসাদের অভিমুখে তাঁর প্রস্থান

প্রহরী। আমিও তো চাই তাকে পাওয়া যাক। অবশ্য এ-কথা
ভাগ্যদেবী বোঝাবেন তাকে পাওয়া যাবে কি যাবে না।
আমার বরাত ভালো, মানে-মানে আজকের মতো
পালাই পৈতৃক প্রাণ বুকে নিয়ে, ঘরে গিয়ে বাঁচি,
আগে তো আপন বাঁচা, এর পর কী হবে কে জানে;

[প্রহরীর প্রস্থান

সংস্তব

স্থায়ী ॥ এক

বড়ো বিস্ময় এই যে মোদের নিখিলবিশ্ব ভ'রে
তার মাঝে হেরো আরো-বিস্ময় মানবযাত্রী ওরে—
তটিনীসিন্ধু হেলায় সে হয় পার,
হিমানী পবনে সে রচে সৌধ তার,
গভীর গহন পথ ছেড়ে দেয়, গিরিচূড়া যায় স'রে,
ঊর্ধ্বে অদিতি, নিম্নে জরতী ধরণী মৃত্তিকার
নিথর পাষাণে হলকর্ষণে বর্ষ-বর্ষ ধ'রে
ফসল আনে সে মোদের মাতৃক্রোড়ে।

অন্তরা ॥ এক

দ্যৌষ্পিতঃ পৃথিবী মাতর্ ধ্রুগ্ অগ্নে ভ্রাতর্বসবো মৃলতা নঃ।
বিশ্ব আদিত্যা অদিতে সজোষা অস্মভ্যং শর্ম বহুলং বিয়ন্ত ॥

জানি বিহঙ্গ স্রোতের পাখায় হাওয়ায় বিহার করে,
সাগরে বিহরে সাগরের মাছ, পশু বনকন্দরে—
মানুষ তবুও দিক্‌দিগন্তে পেতেছে বিশ্বজাল,
দুই হাতে ধরে বুনো হরিণের পাল,
পাগলা ঘোড়ার বলগা পরায়, বন্য বৃষেরে রজ্জুবিনীত করে।

স্থায়ী ॥ দুই

বাণী তার ধায় সীমান্তিকায়, কল্পনা অম্বরে,
হেরো মানুষের অটুট ধৈর্য নগরপ্রাকার গড়ে।
দুর্গ যে তার ঝঞ্ঝাতুষারজয়ী,
বুকে ভৈরবী 'ভোর ভয়ি' 'ভোর ভয়ি',
বীরবেশে ও যে সদা রয় প্রত্যয়ী,
রণবেশে ও যে অপেক্ষমাণ নব-নব সব কালবৈশাখী ঝড়ে,
কালভৈরবে তুলে ধরে তার আয়ুধ কালক্ষয়ী,
সমাধি ছাড়া সে আর সব-কিছু পার হ'য়ে যায়, অথচ মানুষ মরে।

অন্তরা ॥ দুই

মানুষের কী মহিমা,
জাদু জানে ও যে পার হয়ে যায় দৃষ্টির দিক্‌সীমা,
এই ডেকে আনে অমানিশি আর এই আনে পূর্ণিমা;
নগরের নীতি স্বেচ্ছায় ভাঙে গড়ে,
দৈববাণীরে কলুষমলিন করে,
সৌধবাসীর পাশে দ্যাখো ঐ গৃহহারা পথ-'পরে,
চাই না তাদের যারা ম্লান করে শুভ্রের বর্ণিমা,
দুর্জন যেন ভুলেও কখনো পশে না মোদের ঘরে ॥

সূত্রধার

এ কী দেখি, আমি চোখে দেখি, নাকি মনে
চোখে লাগেনি তো কাজল বা কার্পাস?

ব্যথার প্রতিমা ওই না আন্তিগোনে,
ব্যথায় পাথর পিতা যার ঈদিপাস;
পিতার মতন করুণ বিজনবালা,
বন্দিনী ক'রে আনলো রণাঙ্গনে ?
রাজার আজ্ঞা ক'রে নেয়নি কি মালা ?
ঘূর্ণি বাতাস কাঁপে নৈঋৎ কোণে।

[**আন্তিগোনে** সহ **প্রহরীর** প্রবেশ

প্রহরী। এই যে এনেছি তাকে, হাতে নাতে ধরা যাকে বলে,
যাঁর জন্য ধ'রে আনা সেই রাজা ক্রেয়োন কোথায় ?

সূত্রধার। কথা উঠতে-না-উঠতেই ঐ তিনি এসে গিয়েছেন।

ক্রেয়োনের প্রবেশ

ক্রেয়োন। আমার আসার সঙ্গে কিসের সম্বন্ধ ? কী হয়েছে ?

প্রহরী। মহারাজ, দুনিয়ায় আগে থাকতে কে বলতে পারে
'এ-কাজটা করবো না ?' কে যেন উপরে ব'সে আছে,
তার কাজ মানুষকে মিথ্যাবাদী মানুষ বানানো:
আমি আপনার ভয়ে ভেবেছিলাম যে কোনোদিন
এ-পথে পা বাড়াবো না, কিন্তু সেই পা বাড়াতে হ'লো।
অঘটন ঘ'টে গেলো, স্বপ্নেও যা কখনো ভাবিনি,
তাই হ'লো, সব সুখ এর কাছে পানসে, মহারাজ।
এই যে এনেছি এই মেয়েটিকে ধ'রে, এ-মেয়েটি
নিরিবিলি কবর সাজাচ্ছিলো মড়া লোকটার,
নিজ ভাগ্যে নিজ হাতে আমি ওকে গ্রেপ্তার করেছি,
একা আমি, আর কেউ নয়, এই নিন, এইবারে
আপনার ইচ্ছামতো ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করুন,
আমার আর দায় নেই, দোষ নেই। যেতে পারি আমি ?

ক্রেয়োন। তুমিই ধরেছো ওকে ? কোনখানে ? কী কাজ করছিলো ?

প্রহরী। এই তো বলেছি, মৃত লোকটিকে কবর দিচ্ছিলো।

ক্রেয়োন। তুমি কী বলছো তুমি বুঝতে পেরেছো তার মানে ?

প্রহরী। বেআইনি মড়া লোকটাকে যেই কবর দিচ্ছিল
আমি ওকে দেখতে পাই, এইবার স্পষ্ট হয়েছে তো ?

ক্রেয়োন। ধাঁধা লাগছে। কী ক'রে দেখলে ওকে? কী ক'রে ধরলে?

প্রহরী। খুলে বলি। দণ্ডভয়ে আমরা সকলে জড়োসড়ো
গিয়ে মৃতদেহ থেকে সরালাম ধুলোর আস্তর,
গ'লে-যাওয়া লোকটার উলঙ্গ শরীর মেলে রেখে
হাওয়ার দুর্গন্ধ থেকে দূরে একটা পাহাড়ে বসলাম।
এ ওকে শাসিয়ে বলছে, 'বাপু তুমি গা আলগা দিচ্ছো',
এ ওকে শাসিয়ে বলছে, 'বাপু হে, ঘুমিয়ে পড়ছো কেন?'
এই ভাবে একঠায় ব'সে আছি...দেখতে-দেখতে
চড়া দুপুরের সূর্য তেতে উঠলো মাথার ওপর,
কখন আচমকা লাগলো আঁধিঝড়, কোড়া হাতে যেন
মাটি থেকে খ্যাপা হাওয়া আকাশের দুশ্চিন্তার মতো
উঠে এসে চারদিকে এলোপাথাড়ি চাবুক কসালো,
বুক খালি ক'রে দিলো পাতাছাওয়া বন, ঝরাপাতা
নিয়ে গেলো আকাশের বুকে। মুখ বুজে এতক্ষণ
চোখে-মুখে মাখলাম দেবতার পাঠানো মহামারী।
শেষে যেই ঝড় থামলো, মেয়েটিকে দেখতে পেলাম;
আপনারা কখনো কেউ শুনেছেন খড়ের বাসায়
ফিরে এসে বুকজোড়া দুধের ছানাকে যদি ঘরে
দেখতে না পায় তবে পাখি-মা কেমন ডুকরে ওঠে?
ঠিক তেমনি মড়া সেই লোকটার উলঙ্গ শরীর
দেখতে পেয়ে কেমন ককিয়ে উঠলো মেয়েটা হঠাৎ,
কী যে শাপ দিতে লাগলো যারা এই শয়তানি করেছে
সেই সব পাপীদের....তারপর কয় মুঠি ধুলো
জড়ো ক'রে আনলো দুই হাতে, দুধ মদ মধু জল
কাঁসার বাটিতে রেখে তিনবার ঠিক তিনবার
সমান-সমান ক'রে ঢেলে দিলো মড়ার উদ্দেশে...
ছুটে গিয়ে তখুনি আমরা ওকে ঘেরাও করেছি,
ও তবু কাঁপেনি একটু, পাথরের মূর্তির মতন,
যখন বললাম, 'তুমি এর আগে করেছো, আবার
এখন, তোমারি করা এই কাজ?' 'আমারি এ-কাজ',
ব'লে দিলে শান্তভাবে, সব দোষ ঘাড়ে তুলে নিলে।
ওঃ, আমি কখনো একসঙ্গে এত দুঃখী এত খুশি

জীবনে হইনি আর, নিজে তো বেঁচেছি মৃত্যু থেকে,
যদিও মৃত্যুর মুখে বন্ধু ঠেলে বেঁচে থেকে লাভ?
আগে তো আপন প্রাণ, পরে অন্য লাভ-লোকসান।

ক্রেয়োন। তুমিই করেছো তবে এত সব? যে-তুমি এখন
চোখ তুলে তাকাচ্ছো না সেই তুমি করেছো এ-সব?

আন্তিগোনে। আমারি এ-কাজ। আমি অস্বীকার করতে চাই না।

ক্রেয়োন। ওহে, তুমি এবার যেখানে ইচ্ছা চ'লে যেতে পারো,
রাজরোষ থেকে ছুটি, বেঁচে গেছো, পালাও পালাও—

[প্রহরীর প্রস্থান

এইবার আমার কথার ঠিক সদুত্তর দাও,
অল্প কথায় বলো। তুমি জানতে নিষিদ্ধ আইন?

আন্তিগোনে। জানতাম। নিষিদ্ধ হ'লেও সে তো নীরব ছিলো না।

ক্রেয়োন। তবে তুমি জেনে-শুনে রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছো?

আন্তিগোনে। কারণ, রাজার আজ্ঞা দ্যুপিতার দৈববাণী নয়;
মৃত্যুর তমসাবৃত সুনৃতা প্রজ্ঞার সিংহাসন,
সেই সিংহাসন থেকে বারণ তো শুনতে পাইনি।
রাজার নিষেধ এত দৃঢ় নয় যে নশ্বর মানুষ
মুছে দেবে ঈশ্বরের অলিখিত অমোঘ নিয়ম।
শুধু আজকের নয়, কিংবা শুধু কালকের নয়,
নিত্যনিয়মের ধারা ব'য়ে চলে, উৎস যে কোথায়,
কে জানে? কেউ জানে না। দর্পিতের ভয়ে আমি তাকে
এড়িয়ে পালিয়ে গিয়ে দেবতার ভর্ৎসনা কুড়োবো?
রাজন্, তাছাড়া আমি রাজাজ্ঞা শোনার আগে থেকে
জানি যে মানুষ মরে, আমাকেও মরতেই হবে
আজ না-হয় তো কাল, কাল যদি না-হয় পরশু,
শেষের প্রহর তাই ঘনাবার আগে আমি যদি
পালা শেষ করি তবে জয় হবে আমার জয় হবে,
জ্বালাযন্ত্রণায় ঘেরা যার রাত্রিদিন, তার কাছে
মৃত্যুবরণের চেয়ে মহত্তর আর কিছু নেই।
তেমনি, কী কষ্ট এতে? কিন্তু যদি আমার এ-কাজ
বাকি রইতো, মহারাজ, সোদর ভাইকে আমি যদি
মাটি না-দিতাম, তবে নরকযন্ত্রণা বইতাম—

এ আমি সইতে পারবো। আপনি যদি বলেন 'পাগল',
আমিও তাহ'লে বলবো বিচারক স্বয়ং পাগল।

সূত্রধার। দেখুন কেমন শক্ত, ঝড় এলে মাথা নোয়াবে না।
এ ওর বাপের মেয়ে, ভাঙবে তবুও মচকাবে না।

ক্রেয়োন। এটাও জানবেন, অতি বড়ো গাছ ঝড়ে উড়ে যাবে,
যত বেশি শক্ত লোহা একগুঁয়ে চুল্লিও তেমন
বিষদাঁত ভেঙে তাকে গলাবে ততই। খুব জানি
কী ক'রে মাতাল ঘোড়া একটু মোচড়ে পোষ মানে।
হায়রে গোলাম তবে কেন সাজে নাটুকে মালিক?
আমি এই মেয়েটিকে খুব চিনি, সেই একবার
বছর কয়েক আগে আগুনে ও হাত রেখেছিলো,
দাপটে দেমাকে আইনের বেড়া টপকে গিয়েছিলো
এই মেয়ে। এখন আবার, আর এবার দেখছি
নারীর ভূষণ লজ্জা মুছে ফেলে নিজের কাজের
কাহন শোনায় এসে! ও কি মেয়ে, আমি কি পুরুষ?
হোক না ও আমারি বোনের মেয়ে, হোক না ঘরের
আদুরী দুলালী তবু আমি ওকে রেহাই দেবো না;
ওকে শুধু নয়, ওর বোনকেও কড়া সাজা দেবো,
দুজনে সমান পাজি, এক দোষে দোষী দুইজনে।
কে আছো, এখুনি যাও, তাকে ডেকে আনো, তাকে ঠিক
বাড়ির ভিতরে পাবে, একটু আগেই তাকে আমি
ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে লক্ষ করেছি; মূঢ় মেয়ে।
এ-রকমই ঘটে, যত কুচক্রী দেখেছি, সকলেই
অজান্তে নিজের দোষ ফাঁস ক'রে দেয় আগে থেকে।
এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু যে-মুখরা
ধরা প'ড়ে গিয়ে তবু নিজের পাপের ঢাক পেটে,
সে তো শুধু মূঢ় নয়, সে যে এক দুঃশীলা ভীষণ।

আন্তিগোনে। আমায় তো মারবেন, আর কী প্রত্যাশা আপনার?

ক্রেয়োন। আর কিছু নয়, প্রাণদণ্ড দিয়ে তোমাকেই চাই।

আন্তিগোনে। তবে আর দেরি কেন? আপনার সমস্ত কথা যে
মর্মে বাজে শেল হ'য়ে, সেই শেল এমনি বাজুক,
আমার কথাও তেমনি আপনার কাছে বিষ লাগে।

কিন্তু এর চেয়ে আর কোণ কাজ পুণ্যকাজ বেশি
কুকুর শকুনি থেকে মরা ভাইকে লুকিয়ে বাঁচানো?
এই যে এখানে যাঁরা জ্ঞানবৃদ্ধজন, সকলেই
মনে-মনে আমার সপক্ষে, কিন্তু আপনার ভয়ে
মুখ খুলতে পারছেন না, রাজারা সত্যিই খুব সুখী,
যখন-তখন দেন যাকে-তাকে হুমকি-হুকুম।

ক্রেয়োন। একা তুমি সব বোঝো? আর-সব প্রজা কি নির্বোধ?

আন্তিগোনে। মনে-মনে তারা বোঝে, প্রাণভয়ে বলতে পারে না।

ক্রেয়োন। তোমার কি লজ্জা নেই তুমি যে তাদের মতো নও?

আন্তিগোনে। এক রক্তমাংসে গড়া আপন ভাইকে ভালোবাসা
লজ্জার বিষয় ব'লে বুঝিনি তো।

ক্রেয়োন। তবে অন্য জন,
এর হাতে অপঘাতে যে মরেছে, সে বুঝি তোমার
কেউ নয়?

আন্তিগোনে। কেউ নয়? দুই জন আমারি সোদর।

ক্রেয়োন। তাকে তুচ্ছ ক'রে তার ঘাতকেরে সম্মানিত করো?

আন্তিগোনে। শান্তসমাহিত মৃত দোষারোপ করতে জানে না,
মান-অপমানের প্রশ্নে বিচলিত হয় না সে-জন।

ক্রেয়োন। বিশ্বাসঘাতক তবে পাবে কি পূজার উপচার?

আন্তিগোনে। ভাইকে মেরেছে ভাই, নয় কোনো প্রভুর গোলাম।

ক্রেয়োন। একটি দেশের ভিৎ, শহীদ, অন্যটি দেশদ্রোহী।

আন্তিগোনে। তবুও পবিত্র মৃত্যু সায়ংকৃত্য দাবি করে তার।

ক্রেয়োন। এক ব্রত এক কৃত্য কাপুরুষ বীরপুরুষের?

আন্তিগোনে। হয়তো বা সকলেই ক্ষমা পায় সমাধির পারে।

ক্রেয়োন। শত্রু যে সর্বদা শত্রু, জীবনে কী মরণেই বা কী?

আন্তিগোনে। আমি তো চেয়েছি শুধু ভালোবাসা, শত্রুতা চাইনি।

ক্রেয়োন। যাও, তবে মৃতকেই ভালোবাসো, মৃত্যু ভালোবাসো,
অসম্ভব, আমি থাকতে নারী হবে রাজা কিংবা রানী!

সংস্তব

দুয়ার-বাহিরে এলো ঐ ইসমেনে,
সহোদরা ও যে ঝরায় অশ্রুলোর,
নত ভ্রূ কাঁপে রাঙা মেঘ মুখে এনে,
দীপ্র কপোল অভিসিঞ্চিত ওর।

রক্ষীদলের সঙ্গে **ইসমেনের** প্রবেশ

ক্রেয়োন। কালনাগিনী, তোকে আমি যত্নে প্রতিপালন করেছি,
লুকিয়ে আমারি রক্ত শুষে নিয়ে ঋণ শুধেছিস,
যমজ সাপিনী তোরা দুইজন বিষ ঢেলেছিস
প্রাণদাতা রাজাকে মারবি ব'লে। তাহলে তুমি কি
এ-চক্রান্তে একজন, না তুমিও অপাপ অবলা?

ইসমেনে। হ্যাঁ, আমিও একজন, আন্তিগোনে সাক্ষ্য দেবে, আমি
এই কাজে তার সঙ্গে অন্যতম অপরাধী এক।

আন্তিগোনে। মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারবো না। তুমি ভয় পেয়েছিলে,
আমিও সাহসী হ'তে পীড়াপীড়ি করিনি তোমাকে।

ইসমেনে। তোমার দুঃখের দিনে পাশে দাঁড়াবার অধিকার
নিয়ো না, নিয়ো না কেড়ে, এক দুঃখে ভেসে যেতে দাও।

আন্তিগোনে। মৃত্যু ও মৃতের আত্মা দুষ্কৃতিকারীর খোঁজ রাখে,
কথায় হীরার ধার, সে কখনো আমার বন্ধু না।

ইসমেনে। আমাকে অমন ক'রে ফিরিয়ে দিয়ো না; আন্তিগোনে,
একসাথে মরতে দাও, মৃতের পুণ্যাহ করতে দাও।

আন্তিগোনে। তোমার আমার মৃত্যু এক নয়, তুমি যা করোনি
তুমি তা করোনি, তবে আমার মরণে কেন মরো?

ইসমেনে। তুমি যদি না-রইলে, এই প্রাণ মৃত্যু ছাড়া কিবা?

আন্তিগোনে। ক্রেয়োনকে প্রশ্ন করো, যিনি তোর ভরসাভাজন।

ইসমেনে। শুধু-শুধু তুমি কেন কথা দিয়ে বিঁধছো আমাকে?

আন্তিগোনে। তোকে যদি বিদ্ধ করি, সে-ব্যথা আমার বুকে বাজে।

ইসমেনে। শুধু বলো, তোমার কী কাজে মোরে সঁপে দিতে পারি।

আন্তিগোনে। নিজের জীবন যদি বাঁচাতে পারিস, খুশি হবো।

ইসমেনে। তোমার মৃত্যুর ভাগ আমাকেও দাও, আন্তিগোনে।

আন্তিগোনে। তুমি বাঁচতে চেয়েছিলে, আর আমি মৃত্যুই চেয়েছি।

ইসমেনে। যা বলেছি তা-ই সব? যা বলিনি, বুঝবে না তুমি?
আন্তিগোনে। কেউ বোঝে তোর মতো, কেউ বা আমার মতো বোঝে।
ইসমেনে। আন্তিগোনে, আজ মোরা এক দোষে দোষী দুই বোন।
আন্তিগোনে। ইসমেনে, অবুঝ হোসনে, বেঁচে থাক। আমি তো আগেই
ম'রে আছি, আমি তাই মরা মানুষের কাজে লাগি।
ক্রেয়োন। বদ্ধ উন্মাদিনী দু'জনেই, সবেমাত্র একটির
মস্তিষ্ক বিকৃত হ'লো, অন্য জন আজন্ম পাগল!
ইসমেনে। হায় রাজা কী ক'রে জানবে তুমি দুঃখীর হৃদয়?
দুঃসময়ে সকলেই জন্মের স্থিরতা ভুলে যায়।
ক্রেয়োন। কুমন্ত্রণা নিতে গিয়ে তুমিও স্থিরতা ভুলেছিলে।
ইসমেনে। মোর বোন আন্তিগোনে, তাকে ছেড়ে কী ক'রে বাঁচবো?
ক্রেয়োন। 'মোর বোন', 'আন্তিগোনে'—আর কেন এই সব বলো?
আন্তিগোনের প্রাণ মৃতের ভিতরে গণ্য করো।
ইসমেনে। ও যে আপনার ভাবী পুত্রবধূ, ভুলেছেন সে কি?
ক্রেয়োন। রাজকুমারের জন্য কুমারীপ্রান্তর ঢের আছে।
ইসমেনে। মনে-প্রাণে তারা কেউ কুমারের বাগ্‌দত্তা নয়।
ক্রেয়োন। রাজকুমারের জন্য নষ্ট নারী কখনো চাই না।
আন্তিগোনে। এই কি তোমার পিতা? আইমোন, দয়িত আমার।
ক্রেয়োন। দয়িত তোমার! তুমি প্রিয়া তার! বোলো না, বোলো না।
ইসমেনে। হায়, নিজ সন্তানের ঘরনীরে নিতে চাও ছিঁড়ে
তার বাহুডোর হ'তে।
ক্রেয়োন। কী করি, কৃতান্ত তাই চায়।
সূত্রধার। মৃত্যুই সাব্যস্ত তবে? এর কোনো নড়চড় নেই?
ক্রেয়োন। গত্যন্তর নেই, জানি সকলের সমর্থন পাবো।
রক্ষীদল, নিয়ে যাও দু-বোনেরে অন্তঃপুরে, ওরা
যেন বোঝে নারীর এলাকা শুধু অন্দরমহল,
কী সাহস! দুঃসাহসী এ-জীবনে দেখেছি অনেক,
তারাও সাহস ভোলে দুয়ারে মৃত্যুর করাঘাতে।

[রক্ষীদলের সঙ্গে **আন্তিগোনে** ও **ইসমেনের** প্রস্থান

সংস্তব গান

স্থায়ী ॥ এক

সুখী সে-মানুষ নিষ্পাপ রহে জীবনপাত্র যার;
যদি-বা দৈব দুর্গ্রহ নামে কারো ভবনের মাঝে
তবে সে-ই নয়, ডুবে যায় তার সমস্ত সংসার,
থে্রসের বাতাস অভিসম্পাতে কালভৈরবী নাচে,
কীর্তিনাশিনী সমুদ্র করে সহাস্য হাহাকার,
কলঙ্করেখা তীরের নয়ানে, কালো তরঙ্গ যাচে
পাতকের ফল কূলে-কূলে অনিবার,
পঙ্কিল স্রোত থামে না যে, থামে না যে,
পারাবার জুড়ে ঘুরে চলে পাপ, নাশ করে পরিবার।

অন্তরা ॥ এক

রাজবৃত্তের দুর্গতি সেই ঘটেছিলো পুরাকালে,
লাবদাস-কুল দূষিতদর্পে ভেসে গেলো কোনখানে,
কত যে পুরুষ হারালো পাতকী প্রাক্-পুরুষের জালে,
বিধাতা বিরূপ, কে তবে তাদের ফেরাবে আলোর পানে?
তারপরে এলো ঈদিপাস, তারি রক্তবিষের টানে
ছুটে চলে ঘুণ শিকড়ের সন্ধানে,
ভাগ্যদেবতা দুর্ভেদ ধূলি জমালো সাঁঝ-সকালে,
ঘৃণা ধ'রে গেলো শেষের সজীব ডালে,
দর্পিত বাণী সে বড়ো ভীষণ প্রহসন ডেকে আনে।

স্থায়ী ॥ দুই

দ্যুস্পিতা, তব বিভূতির পাশে মানব অহমিকার,
বৃথা বিক্রম সার।
সর্ব আবরি' সুষুপ্তি রয়, সে জানে মায়াপ্রপঞ্চ,
তোমার সমীপে সে তবুও মানে হার,
শ্রান্তিবিহীন চন্দ্রকিরণ সেও তো অকিঞ্চন,
পূর্বাচলের স্বর্গশিখরমঞ্চ
ঐ যে অলিম্পাস,

তারি' পরে তব চিরকালজয়ী স্বর্ণসিংহাসন,
তুমি যে অতীত বর্তমানের ভবিষ্যউদ্ভাস,
মর্ত্যমানুষ যেন কোনোদিন করে না দুরভিলাষ,
কালোত্তীর্ণ রাজার দণ্ড অলংঘ্য সনাতন।

অন্তরা ॥ দুই

কোনো মানুষের আশাতীত আশা সন্তোষ দেয় তারে,
অন্ধ বাসনা কারো-বা জীবন ভেঙে দেয় একেবারে,
বহিরঙ্গে নিঃশঙ্কায় পতঙ্গ যায় ভেসে,
একদিন, তবু একদিন অবশেষে
তার সারা পথ জ্ব'লে-জ্ব'লে যায় অগ্নি-অঙ্গীকারে।
বিজ্ঞবচন শ্রবণে পশেছে এসে :
শ্রেয়োবেশ যদি পরে কোনো অপরাধী,
সে তবে আত্মঘাতী,
পরিণামে নেভে তার ভরসার বাতি,
আজ সে দাঁড়ায় একমুহূর্তে, পায় না ভবিষ্যৎ,
আর তার পরে নিয়তির হাতে প'ড়ে যায় নিঃসাড়ে।

সূত্রধার। মহারাজ, ঐ যুবরাজ আইমোন,
বংশপ্রদীপ একা শুধু যুবরাজ,
আন্তিগোনেরে দিয়েছেন আয়ু, মন--
হতাশ হৃদয়ে এসেছেন বুঝি আজ।

আইমোনের প্রবেশ

ক্রেয়োন। চাক্ষুষ দেখি কী ঘটে, যার কাছে নীরব জ্যোতিষী;
কুমার, বোধ হয় তুমি ইতিমধ্যে সমস্ত জেনেছো,
মৃত্যুদণ্ডে অভিযুক্ত তোমার দয়িতা একদিকে,
অন্যদিকে পিতার বিধান। বলো, কার পাশে যাবে?
মতভেদ হোক, পিতা পিতা, পুত্র পুত্র, তাই নয়?

আইমোন। পিতা আজো পিতা, আমি আপনার সন্তান এখনো।
কোন পথে যেতে হবে আপনি সে-পথের নিশানা,
বিবাহ আমার কাছে আপনার নির্দেশের চেয়ে
বড়ো নয়, জীবন সত্যের চেয়ে মহত্তর নয়।

ক্রেয়োন। ওরে, আমি পুত্রগর্বে গর্বিত। এ যেন হয় তোর

সত্য পরিচয়, তোর অকম্পিত পিতৃপরিচয়;
দুঃসময়ে রইবি ছায়ার মতো কান্ত সুকুমার,
না হ'লে মানুষ আর অন্য কী কারণে পুত্র চায়?
কারণ পিতার শত্রু তার শত্রু হবে, পিতৃসখা
তার সখা হবে, শত্রুনাশ আর মিত্রসহায়তা
একমাত্র সত্য হবে। কিন্তু যেই অযোগ্য সন্তান
নিছক আগাছা শুধু, পিতার সে দুঃখের আকর,
শত্রুরও সে চাপা হাসি আর উপহাসের কারণ।
কথনো ভুলেও তুমি স্থির বুদ্ধি বিকিয়ে দিয়ো না
মায়াবিনী কামিনীর পায়ে, সে যে মিথ্যা নারী, তার
আশ্লেষে কিছুই নেই, বিশ্বাসের সুযোগে সে ঘর
ভাঙে তলে-তলে পলে-পলে, শয্যা ম্লান ক'রে তোলে।
জীবনসঙ্গিনী সে কি হবে শুধু ঠুনকো খেলনা?
ঠুনকো খেলনা কোন কাজে লাগে? ফেলে দাও তাকে।
ছেড়ে দাও তাকে, বেছে নিতে দাও কবরের নিচে
আত্মীয় সুপাত্র কোনো। এই নগরের সুস্থ বায়ু
বিষিয়েছে বিশ্বাসঘাতিনী এই বিষকন্যা; আমি
বিশ্বাস ভাঙিনি, ওকে হত্যা করা হোক, এই মর্মে
আদেশ দিয়েছি, প্রাণদণ্ড রদ করা অসম্ভব।
কেননা আমার ঘরে গৃহশত্রু ত্রাণ পায় যদি,
তবে কি আমারে সাজে অন্য ঘরে অন্যায়দমন!

যে তার আপন ঘরে ন্যায়দণ্ড ধরে, সেইজন
সারা রাজ্যে বিশ্বাসভাজন। যারা স্বৈরাচারী, তারা
বর্জনীয়, রাজকার্য রাজাকে শেখাতে যায় যারা,
বর্জনীয় তারা। যে যেখানে আছে রাজকর্মচারী
বিনাবাক্যব্যয়ে হবে সকলেই রাজাজ্ঞায় নত।
আদর্শ প্রজাও তাকে বলা যায়। দুর্দিনে তাকেই
দেখবে সঙ্গীর পাশে, যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র সে-ই
সবার নির্ভরযোগ্য। মানুষের যত পাপ আছে,
তার মধ্যে অবাধ্যতা চরম গর্হিত, অবাধ্যতা
ঘরকে বানায় মাটি, শক্ত রাজ্য বানায় শ্মশান,
অবাধ্যতা মিত্রপক্ষে ভয় আনে, শত্রুপক্ষে জয়,

অন্য দিকে অনুগত সরলতা রক্ষা করে কত
নিরীহ গৃহস্থ প্রাণী। ঘৃণ্য তাই শান্তিভঙ্গকারী।
নারী কিনা হবে পুরুষের দণ্ডমুণ্ডের মালিক?
পুরুষ হবে কি শেষে নামমাত্র পুরুষমানুষ?
এর চেয়ে লজ্জা নেই। আমি যেন পুরুষের হাতে
প'ড়ে যাই পথে, কোনো রমণীর ইচ্ছাসঞ্চালনে
আহত হওয়ার চেয়ে সে অনেক ভালো, সে অনেক
বরণীয়। আমায় বোলো না নারীনির্জিত বেচারি।

সূত্রধার। বয়সে, অভিজ্ঞতায় বৃদ্ধ আমি। আপনার কথা
সমীচীন, সুসংগত, এ-কথা আমার মনে হয়।

আইমোন। পিতৃদেব, মানুষের মনে দেবতারা যতগুলি
মানবিক অধিকার দিয়েছেন, যুক্তিশীলতাই
তার মধ্যে প্রথম, প্রধান। আপনার ত্রুটিচ্যুতি
আবিষ্কার আমার অনভিপ্রেত, সাধ্যেরও বাইরে;
কিন্তু আপনার সন্তান হিসেবে আমার দায়িত্ব
অন্য-অন্য অভিমত অভিযোগ কার্যকলাপ
পুঙ্খানুপুঙ্খ লক্ষ ক'রে শেষে আপনার গোচরে
নিয়ে আসা, তা হয়তো আপনার কাজে আসতে পারে।
যে-কোনো লোকেরই কানে আপনার ভ্রূকুটিকুঞ্চন
ভীষণ ঠেকবে, তারও ব্যক্তিগত বক্তব্য কিছু-বা
থাকতে পারে, যে-কথা বিষের মতো লাগবে আপনার।
মহারাজ, এ-পর্যন্ত যতদূর শুনেছি, বুঝেছি
সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া, একবাক্যে তারা
সবাই বলেছে : 'এ যে পাপহারা সুন্দর প্রতিমা,
করেছে পুণ্যের কাজ, মৃত্যু তাই সাজা হ'লো ওর?
শিকারী কুকুর আর শকুনির আক্রমণ থেকে
সোদর ভাইকে ঢেকে রেখেছে সে, এই তার দোষ?
লেখা যে উচিত ছিল ওর নাম সোনার অক্ষরে'—
এই সব বলছে তারা অন্ধকারে অন্ধকার মুখে।
মহারাজ, আপনার সুনাম, আপনার সম্মান,
এ ছাড়া আমার কোনো স্পৃহনীয় ভোগ্য বস্তু নেই।
পিতার গৌরব সব সন্তানের মাথার মুকুট,

পুত্রের গৌরব তবে পিতার কিরীট বুঝি নয়?
সুতরাং একবার যে-কথা সহসা উচ্চারিত,
বিবেচিত হোক আরো একবার, যে শুধু নিজেকে
কথায় ও কাজে একমাত্র স্থিতপ্রজ্ঞ ব'লে মানে,
সে অচিরে সর্বশূন্য হ'য়ে যায় কাজে ও কথায়,
তার বুকে নিজস্ব ব'লে যে আর কিছুই থাকে না।
প্রাজ্ঞ মানুষকে তাই নম্র হ'য়ে জেনে নিতে হয়।
এক গুরুগৃহে শিক্ষা নয় তো জীবন। বন্যা এলে
বন্যার্ত নদীর পাড়ে যে-গাছটা মাথা নত করে,
তার পাতা ঠিক থাকে, আর যে-গাছটা একরোখা,
বানের কুটিল জল গুঁড়িসুদ্ধ নিয়ে যায় তাকে।
ক্ষুব্ধ সমুদ্রের জলে যে-নাবিক জাহাজের পাল
টান-টান ক'রে রাখে, খানখান করে সে জাহাজ।
প্রশমিত হোন, মহারাজ, আমি তরুণ হলেও
হয়তো নির্বোধ নই। অমোঘ প্রজ্ঞার প্রবীণতা
কোথাও থাকতো যদি, ভালো হ'তো, কিন্তু তা বিরল।
সুতরাং, এর পরে, সৎপরামর্শ নেওয়া ভালো।

সূত্রধার। রাজন্ ক্রেয়োন, ওঁর কথাগুলি যুক্তিপূর্ণ,
যুবরাজ আইমোন, রাজার কথাও তুচ্ছ নয়।

ক্রেয়োন। প্রৌঢ় মানুষেরা তবে অপ্রাপ্তবয়স্কের কাছে
হাতে খড়ি নিতে যাবে প্রাথমিক শিশুবিদ্যালয়ে?

আইমোন। কে শিক্ষক, তার চেয়ে শিক্ষা আরো বেশি মূল্যবান,
বয়সের প্রশ্ন নয়, সত্যই তো বয়স্ক বিষয়।

ক্রেয়োন। দুর্বৃত্তের অসম্ভ্রম—সে কি তবে সত্যানুমোদিত?

আইমোন। দুর্বৃত্তের কাছে শ্রদ্ধা চাওয়া ভুল, আমি মনে করি।

ক্রেয়োন। ধৃত নারীটিকে তবে 'দুঃশীলা' বলাই সুসংগত।

আইমোন। থেবাই জনতা এই আখ্যা শুনলে শিউরে উঠবে।

ক্রেয়োন। থেবাই মাত্রই বুঝি আইনপরিষদের সদস্য?

আইমোন। যারা শুধু সদ্যযুবা এ-কথা তাদেরই মুখে সাজে।

ক্রেয়োন। আমি রাজা, কাউকে জবানবন্দী দিতে পারবো না।

আইমোন। যে-নগরে একজন বাস করে, নগর তা নয়।

ক্রেয়োন। একজন রাজা, একাধিক রাজদণ্ড হ'তেই পারে না।

আইমোন। এমন রাজাকে সাজে কোনো জনহীন জনপদে।
ক্রেয়োন। এ যে দেখি নারীত্রাতা নরোত্তম—বিচিত্র ব্যাপার!
আইমোন। আপনি কি নারী? তবে আমি তো নিশ্চয় নারীত্রাতা।
ক্রেয়োন। পিতার বিরুদ্ধে তুমি মুখ তোলো? মূর্খ নরাধম!
আইমোন। সত্যের বিরুদ্ধে পাপ আরো-পাপ—অসত্যপূজারি!
ক্রেয়োন। অসত্যপূজারী আমি? অসত্য আমার রাজাসন?
আইমোন। যদি তা অগ্রাহ্য করে ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান।
ক্রেয়োন। নারীর ভিখারি, তোর কথা শুনতে প্রবৃত্তি হয় না।
আইমোন। কিছুই তো করিনি যে লজ্জিত কি অপদস্থ হবো।
ক্রেয়োন। নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে তুমি মেয়েটির আয়ুভিক্ষা করো!
আইমোন। আপনার, আমার, তার, পুণ্য পারলৌকিক ক্রিয়ার।
ক্রেয়োন। যথেষ্ট হয়েছে, থামো। সে তোমার ঘরনী হবে না।
আইমোন। অন্তত সে একা-একা মরবে না, বলাই বাহুল্য।
ক্রেয়োন। ভয়-ডর নেই, উল্টে কিনা ভয় দেখাও আমাকে?
আইমোন। ভয় দেখানোর সঙ্গে ভুল ধরা এক কথা হ'লো?
ক্রেয়োন। হা অপরিণামদর্শী, মরবি অদূর ভবিষ্যতে।
আইমোন। পিতা যদি না হতেন, বলতাম আপনি উন্মাদ।
ক্রেয়োন। নারীর করুণাজীবী, পিতা তোর কৌতুকভাজন?
আইমোন। শুধু কথা বলবেন, কর্ণপাত করলে কী দোষ?
ক্রেয়োন। তাই বুঝি? ঊর্ধ্বে র'ন অলিম্পাস, তাঁর নামে বলি,
তোমার বিদ্রূপ নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকবো না,
কে আছো, এখনি যাও সেই ডাকিনীকে নিয়ে এসো,
তার পালা শেষ হোক প্রেমিকের চোখের উপর।
আইমোন। আমার চোখের 'পরে? অসম্ভব। আমার সামনে
তার শেষ হবে? অসম্ভব। তবে শুনুন, আপনি
আমৃত্যু কখনো আর আমাকে দেখতে পাবেন না,
আর যারা আপনার সহচর, তাদের ধিক্কার।

[আইমোনের প্রস্থান

সূত্রধার। রাগে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য উনি গেলেন কোথায়?
অল্প বয়সের ক্রোধ, মহারাজ, অতি ভয়ংকর।
ক্রেয়োন। যেতে দিন। যতো ইচ্ছা ফোটাক না আকাশকুসুম,
স্বপ্নান্ধ বাঁচাতে তবু পারবে না সে-দুটি মেয়েকে।

সূত্রধার। দুটি মেয়ে? মহারাজ, একসঙ্গে মরবে দু'জনা?
ক্রেয়োন। ঠিক বটে, যে-মেয়েটি মৃতদেহ ছোঁয়নি, মুক্ত সে।
সূত্রধার। অন্য মেয়েটিকে কোন প্রণালীতে হত্যা করা হবে?
ক্রেয়োন। সে-এক মানবশূন্য দেশান্তরে পাহাড়গুহায়
তাকে বন্ধ রাখা হবে, শুধুমাত্র প্রাণধারণের
প্রায়শ্চিত্তপালনের উপযোগী খাদ্য দেওয়া হবে.
এ-রাজ্য রক্তের দোষ থেকে তবে পরিত্রাণ পাবে,
সেখানে আছেন ওর পরমশ্রদ্ধেয় হাইদাস,
পাতালবিধাতা। তিনি দয়া যদি করেন, ভালোই;
নচেৎ, কী আর করা, সেখানে বুঝুক তিলে-তিলে
মরা মানুষকে অতো শ্রদ্ধা করা নিতান্ত নিষ্ফল।

সংস্তব

স্থায়ী

অতনু এরোস, দারুণ তোমার খেলা,
রণজয়রব দিকে-দিকে শুনি তব,
নিদ্রানিলীনা নারীর কপোলে কাঁপো যে রাত্রিবেলা,
সিন্ধু অটবি প্রান্তরে ওগো ত্রিভুবনবল্লভ।
উন্মত্তেরে আরো করো তুমি উন্দাম অভিনব,
তব পদতলে মর্ত্যমানবমেলা,
দেবতার বৈভবও।

অন্তরা

শ্রেয় যে মানুষ তারে তুমি করো প্রেয়,
তার গৌরব ঝ'রে যায় ধরণীতে,
কলহনিপুণ ওগো তুমি দুর্জ্ঞেয়
আনন্দ পাও স্বজনদ্বন্দ্বশোণিতে।
যে-প্রদীপ জ্বলে প্রিয়ার আঁখিতে, আকাঙ্ক্ষা হ'য়ে সে-ও
পারে সব-কিছু আগুনে পুড়িয়ে দিতে।
সতীর শিথানে রতিশাশ্বতী জাগরী আফ্রোদিতে ॥

[দরজা খুলল। প্রহরীরা **আন্তিগোনেকে** মহল থেকে মহল পার করে সমাধির দিকে যাবার পথে

সূত্রধার। দুই চোখে ওরে আর কতো দেখা যায়,
দৃষ্টিতে আমি সহিতে পারি না আর,
ঝর্না নেমেছে বেদনায়-বেদনায়,
গাঢ় সুপ্তির রাত্রিবাসরে তার।
আন্তিগোনে যে চ'লে যাবে পরপার—

আন্তিগোনের গান

স্থায়ী ॥ এক

হেরো গো আমারে আমার স্বদেশবাসী,
জন্মের মতো এই পথ যাবো ছেড়ে,
হেরিব না আর সূর্যরশ্মিরাশি,
দিন চ'লে গেলো, সব নিয়ে গেলো কেড়ে।
নিদ্রাঞ্জনে হাইদাস মোর নয়নের জ্যোতি গ্রাসি'
উপহার দেবে এ-জীবন মোর তুহিন সৈকতেরে,
আকেরন লবে বৈতরণীর ঢেউয়ের বাহুর ঘেরে,
এ-দেহ আমার। মিলনগীতিকা কখনো শুনিনি যে রে,
আকেরন মোরে মরণে জড়াবে, পরাবে প্রেমের ফাঁসি।

সংস্তব

তুমি চলো, চলে গৌরব পিছু-পিছু.
তুমি মৃতদের বন্দীভবনে চলো,
ত্রিতাপতৃষ্ণা তোমার চরণে নিচু,
অসির উপরে গরীয়সী তুমি জ্বলো,
নিজ নিয়তির নায়িকা, মৃত্যু দলো,
সমাধির পানে একা চ'লে যাও ঋজু ॥

আন্তিগোনের গান

অন্তরা ॥ এক

সেই যে করুণ বিজন তান্তালস,
আত্মজা তার নিয়োবি নাম্নী ফ্রিজিয়াবাসিনী বালা
সিপুলস ব'লে পাহাড়চূড়ায় সহিল মরণজ্বালা;
পাথরে-পাথরে নিথর হ'লো সে-ব্রততী-জীবন-রস।

বেয়ে-ওঠা সেই লতার উপরে বছর-বছর ধ'রে
বৃষ্টিতুষার, সে রইলো নিচে প'ড়ে,
বৃষ্টিতুষার অশ্রুশ্লুতা দেহবল্লরী ভ'রে;
আমারও তো সেই দুর্ভাগিনীর পালা,
আমিও ঘুমাবো শিলাশয্যায় তারি মতো ঘুমঘোরে ॥

সংস্তব

দেবতার ঘরে জন্মেছিলেন তিনি,
মোরা নশ্বর, মৃন্ময় পরিণাম,
তুমি যে তরুণী ইহলোকে শরীরিণী,
জীবনে মরণযন্ত্রণা লভি' দেবী তবু তোর নাম।

আন্তিগোনের গান

স্থায়ী ॥ দুই

শান্তি দেবে না, কৌতুক করো অভাগা নারীর সনে?
পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহের নগরদেবতা যতো,
দেখুন আমায়, নির্জিতা আমি কথার নির্যাতনে,
এখনো তো বেঁচে, মরিনি শেষ মরণে,
ম'রে গেলে মোরে মুখের উপরে কোরো ক্ষতবিক্ষত।
ওরে ও আমার রত্নানগরী, নরনারী নগরীর,
ওরে ও আমার দির্কা নদীর নদীনীর, নদীতীর,
থেবা নগরীর রথের পথের অরণ্য ছায়াঢালা,
তোমরা ভুলো না অপঘাত মোরে সাজা দিলো অকারণে,
মিললো না কোনো সমবেদনার সখ্য নয়ননীর,
মাটির তলায় গহন নিরালা
পাথরের গড়া সমাধি-কারায় চলেছি অবরোহণে,
জীবনে অথবা মরণে কোথাও পাবো না আপন নীড় ॥

সংস্তব

ওরে মেয়ে, তোর সামনে গভীর খাদ,
দুঃসাহসের শিখরে আছিস রত,

বিচারের বেদী অদূরেই উদ্যত,
পিছনে পূর্বপুরুষের পরমাদ।

আন্তিগোনের গান

অন্তরা ॥ দুই

সেই তো আমার ভীষণ অসহ ভার,
পুরোনো ব্যথার সে-কাহিনী তিন বার
বলা হ'য়ে গেছে, তবু কি হ'লো না বলা?
প্রাচীন রাজার পাতকের অধিকার,
দুর্ভাগা পিতা, অভাগিনী মাতা তামসী রজস্বলা,
কী অভিশপ্ত দয়িত যে তার আপন জঠর থেকে
অকালে উঠলো জেগে।
হায় সে কেমন জনকের সংসার
যে-ঘরে আমার জন্ম যন্ত্রণার,
এখন মাটির নিচে সেই ঘর, ফিরে চলি সেইখানে
একাকিনী আর অবলুন্ঠিতা, স্বজনসন্নিধানে
ফিরে যাই আমি। নিজ ঘরনীর ঘূর্ণিবিপাক লেগে
মৃত মোর ভাই মৃত্যুতিমির থেকে যে আমারে টানে ॥

সংস্তব

যোগ্যজনের অর্চনা দেওয়া ভালো,
নিয়তিশক্তি অনতিক্রমণীয়,
বিশ্বভুবন তার কাছে নমনীয়,
নিজ ইচ্ছায় নেভালে আপন আলো।

আন্তিগোনে। আমি চলি একা আপন বেদনা ল'য়ে,
আমি চলি একা দুঃখরুগ্নহৃদি,
কোনো সঙ্গীর মধুমঙ্গলগীতি
ধ্বনিল না, কেউ এলো না অশ্রু ব'য়ে।
মোর ভালে দিন উঠবে না র'য়ে-র'য়ে,
মোর ভালে শুধু আমার পথের বিধি।

ক্রেয়োনের প্রবেশ

ক্রেয়োন। কান্না কিংবা মায়াকান্না অকারণ অরণ্যে রোদন,
যাও, ওকে নিয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে,
কবরের গর্তে শক্ত ক'রে ওরে বন্ধ ক'রে রাখো,
যেমন বলেছি, ঠিক সেই ভাবে। একা ছেড়ে দাও,
মরুক বাঁচুক কিংবা বেঁচে ম'রে থাক অন্ধকারে,
ওর যে-রকম সাধ। আমরা তো সংস্পর্শ এড়াবো।
মোট কথা, মাটির উপরে ওকে থাকতে দেবো না।

আন্তিগোনে। আমার সমাধি সে যে মিলনবাসর। ও আমার
চিরন্তন কারাগৃহ। অবনম্র নববধূসাজে
যেখানে আমার সব পরিজন রাজে সেইখানে
অভিসারে চ'লে যাবো, পের্সিফোনে সেখানে সবারে
অসংখ্য মৃতের সাথে রেখেছেন অতিথিসদনে।
তাঁর প্রাসাদেই আমি যাবো সবশেষে, সবচেয়ে
ভাগ্যহীনা আমি যাবো দিন ফুরানোর কতো আগে।
যাবার আগেই তবু মনে-মনে আশা লাগে বড়ো—
মা আমাকে হাসিমুখে বুকে নেবে, স্মিতমুখে পিতা,
ভাই কাছে এসে ধরবে। ওরে ভাই, সেই ভরসায়
দুই হাতে আমি তোর মৃতদেহ পরিচর্যা ক'রে
দিয়েছি তো সায়ন্তন শান্তিজল। আর এইবার
পোলুনাইকেস, তোর মৃতদেহ পরিচর্যা ক'রে
এই কি রে সমুচিত পুরস্কার তার? সুধীজন
পুণ্যময় এ-পাপের মর্ম জানে। কিন্তু আমি জানি,
যদি আমি সন্তানের মা হতাম, অথবা আমার
স্বামী যদি যুদ্ধহত বিপর্যস্ত হ'য়ে রইতো প'ড়ে,
সেই সন্তানেরে কিংবা সেই দয়িতেরে কখনোই
রাজরোষ তুচ্ছ ক'রে দিতুম না সমাধি এমন;
কারণ জিজ্ঞাসা করো? শোনো, তবে অন্য একজন
স্বামীকে বরণ ক'রে তাঁর কাছে সন্তান না-হয়
চাইতাম, তিনি তা-ই দিতেন আমাকে। কিন্তু দ্যাখো,
মা-বাবা দুজনে মৃত, সমাধির মাটিতে প্রোথিত,
একটি ভাইয়ের ডাল হবে আর কোন বৃক্ষমূলে?

তোমাকে সম্মান দিতে গিয়ে তবু ক্রেয়োনের চোখে
প্রতিপন্ন হলাম যে আমি ঘৃণ্য—তাই, ওরে ভাই,
আমার উপরে তিনি ক্রূরহস্ত। বধূ-মা অথবা
বধূরে যেমন ক'রে নিয়ে যায়, সেইমতো নয়,
আমাকে চালান তিনি রূক্ষভাবে। আমি কারো বধূ
নই, কারো মাতা নই, বন্ধু নই কারো, আমি একা,
তবু বেঁচে আমি, তবু বেঁচে থেকে পাতালে আমায়
যেতে হ'লো। বলো, কোন দেবতার দিব্য অধিকার
লঙ্ঘন করেছি? বলো, কী ক'রে আমার দুঃখদিনে
ঊর্ধ্বে মুখ তুলে ধরি? কার কাছে দৈব দয়া চাই?
পবিত্র কাজের পরে অশুচি আমার পরিচয়!
স্বর্গের সাব্যস্ত যদি এই হয়, তবে আমি পাপী,
এ-শাস্তি আমারি প্রাপ্য। ওরাই সাব্যস্ত যদি হয়,
প্রতিপক্ষ সমান-সমান দণ্ড পায় যেন তবে।

সূত্রধার। সেই ঝড় সেই ঝটিকা এখনো দেখি
থামলো না ওর—

ক্রেয়োন। দেরি করে যদি সেপাইশান্ত্রী যতো
ওর চেয়ে কম শাস্তি পাবে না, এইকথা ব'লে রাখি।

আন্তিগোনে। প্রতিটি শব্দ কানে বাজে প্রাণে বাজে
মৃত্যুর মতো।

ক্রেয়োন। জীবনের মতো জীবনের আশা ছাড়ো,
মিথ্যা প্রবোধ দিতে আমি পারবো না।

আন্তিগোনে। ওরে ও আমার পিতা ও পিতামহীর
মহতী নগরী, শহরে আমার ঘর,
ঘরের দেবতা, চলেছি দ্বীপান্তর।
দেরি কেন আর, এখনি তো যেতে পারি,
সব চেয়ে শেষে এসেছি রাজকুমারী,
ব্রতের পুণ্যে আমি বন্দিনী নারী,
ব্রতপুণ্যের বর!

[প্রহরীরা আন্তিগোনেকে নিয়ে গেলো

সংস্তব

স্থায়ী ॥ এক

এমনই ভাগ্য করে এসেছিলো দানাএ,
পিতলে রচিত কারার প্রাচীরে ঘেরা তার তনুখানি,
রূপসী দানাএ মহীয়সী ছিলো জানি,
জিউসের দয়া স্বর্ণরেণুতে ঝরেছিলো সারা গায়ে,
সৌরশিশুকে দিয়েছিলো বুকে আনি';
বন্ধ কারায় সে তার নিয়তি নতশিরে নিলো মানি।
বিত্তের চেয়ে বিপুল নিয়তি, দুর্গপ্রাকার তার কাছে নিরুপায়,
অস্ত্রের চেয়ে কুটিল নিয়তি, তরীর চেয়েও দ্রুতবেগে চ'লে যায়।

অন্তরা ॥ এক

এদোনিয়াদেশে দ্রুয়াস-তনয় রাজা লুকাউর্গাস,
এমনই ভাগ্য তাঁর,
কোথায় মিলালো সেই সন্ত্রাস, তাঁর সে-অহংকার?
তাঁকে বড়ো সাজা দিলেন দিয়নুসাস।
প্রস্তরতলে শুকালো রাজার গরবী ফুলবাহার,
কী সাহস, তিনি শাসিয়েছিলেন দেবদাসী মাইনাস
পুজারিণীদের, এভিয়ান শুভ অগ্নিকে পরিহাস
করেছেন, তাই হলো সে-রাজার দারুণ সর্বনাশ ॥

স্থায়ী ॥ দুই

কৃষ্ণশিলার গিরিবর্ত্মের নিখাদে ও ধৈবতে
এদিকে নিজের কূলের কিনারে মগ্ন বসফোরাস,
ঐদিকে একা সালমুদেসস জনহীন সৈকতে,
যেখানে আরেস ফেলেছিলো তার করুণ দীর্ঘশ্বাস,
কেননা আরেস চোখে দেখেছিলো, অকারণ স্বৈরথে
বিমাতার হাতে নির্জিত সেই ফিনেউস-শিশু দুটি,
কেড়ে নিয়েছিলো বিমাতা তাদের আঁখির দিঠির দ্যুতি,
চিকন অঙ্গ ছুরিতে বিঁধিয়ে পেয়েছিলো উল্লাস,
শোণিতলুব্ধ কঠিন মুঠিতে রক্তক্ষয়ী পথে।

অন্তরা ॥ দুই

জনম অবধি সেই দুটি শিশু কেঁদে-কেঁদে হ'লো সারা,
মা-র তরে তারা দুঃখে-দুঃখে কাটালো সকল বেলা,
বিস্ময়াহত প্রশ্নে নিয়ত ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে গেছে তারা
অকূল দুটি একেলা।
মা ছিলো তাদের এরেখথিয়স বংশ-উজল বাতি,
সে যে উত্তরে বায়ুর দুহিতা, পাহাড় চতুর্দিকে,
পিতার ঝঞ্ঝা বুকে আগলিয়ে জেগেছিলো অনিমিখে,
আকাশদুহিতা, তবু তারও 'পরে নামলো আঁধার রাতি,
যুগযুগান্তে জীবনে-জীবনে নিয়তির জাল ফেলা।

অন্ধ ভাবিকথক **তাইরেসিয়াসের** প্রবেশ, তাঁর আগে-আগে পথপ্রদর্শক একটি বালক

তাইরেসিয়াস। কুশল তো সুধীবৃন্দ? আমরা সতীর্থ দুইজনে,
যাত্রার সম্বল শুধু আমাদের একজোড়া চোখ,
আমি অন্ধ, আমার নায়ক তবু আমার নির্ভর।

ক্রেয়োন। চরণে প্রণত, তাত, কী ভাগ্য দিলেন পদধূলি।

তাইরেসিয়াস। কথা আছে, ইচ্ছা তব কর্ণপাত করা বা না-করা।

ক্রেয়োন। আপনার আদেশের অসম্মান করিনি কখনো।

তাইরেসিয়াস। তাই রাজরথচক্র হয়নি শ্লথ বা বক্রগতি।

ক্রেয়োন। সে-ঋণ স্বীকার করি, অধমর্ণ সর্বদা আমরা।

তাইরেসিয়াস। সাবধান, তুমি এসে দাঁড়িয়েছো ক্ষুরধার পথে।

ক্রেয়োন। সে কী কথা? কেঁপে উঠি আপনার কথার কশাঘাতে।

তাইরেসিয়াস। স্পষ্ট কথা বলতে চাই অন্ধকার উদ্‌ঘাটিত ক'রে।
শোনো, আমি দীর্ঘকাল ভবিষ্যদ্বক্তার আসনে
বসতে শিখেছি, আর দৈববাণী পড়তে শিখেছি।
এখনি বসেছিলাম সে-আসনে, হঠাৎ শ্রবণে
একাগ্র মনন ভেঙে গেরোবাজ কয়েকটা পাখির
কর্কশ আওয়াজ এলো, শিকারি পাখিরা নখে-নখে
ডানায়-ডানায় যুঝে চীৎকারে আকাশ ছেয়ে গেছে;
অমঙ্গল আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালাম
সমস্ত সমিধ এনে প্রতিকার-যজ্ঞের আগুন
জ্বালাতে গেলাম, কিন্তু বৃথা সেই স্বস্তির কামনা—

আবহ আবৃত্তি। তন্নো দেবা জচ্ছত সুপ্রবাচনং ছর্দিরাদিত্যাঃ
ভরং নৃপায্যং।
পশ্বে তোকায় তনয়ায় জীবসে
স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥

সমিধ সমিধ হ'য়ে রইলো, তবু আগুন জ্বললো না,
স্তূপাকার মাংসমজ্জা জানুজঙ্ঘা থেকে কী-রকম
উৎকট দুর্গন্ধ রস গলতে লাগলো জ্বলন্ত অঙ্গারে,
আমার প্রাণান্ত শ্রম একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে গেলো।
যে-আমি সবার হ'য়ে দেখতে পাই, অন্ধ সেই আমি,
আর এ-বালক যেন অন্তর্যামী, ও আমার হ'য়ে
দেখতে পায়। এ-বালক আমাকে তখন ব'লে দিলো
সব কথা। তবে তুমি এই দুর্যোগের জন্য দায়ী?
অভিশপ্ত ঈদিপাস! সারমেয় আর শকুনিরা
তার সন্তানের মাংস খেয়ে গেছে, রক্তমুখে তারা
অপবিত্র ক'রে গেছে সব যজ্ঞবেদীর আহুতি।
তাই তো ঈশ্বর নিরুত্তর এত যজ্ঞসত্ত্বেও!
আর বলো কোন পাখি মরা মানুষের রক্ত দেখে
সেই রক্ত চেটে খেয়ে অমঙ্গলধ্বনি করবে না?
এখনো সময় আছে, ভেবে দ্যাখো; মানুষমাত্রেই
ভুল করে, ভুল করা স্বাভাবিক, ভুল সংশোধন,
সেও স্বাভাবিক। যদি ত্রুটি স্বীকারের পরে কেউ
সংশোধিত হয়, তাকে নির্বোধ বা দুর্জন বলিনা।
বরঞ্চ, গোঁয়ার যারা, বুদ্ধিহীন আখ্যা পায় শেষে।
তাই বলি, মৃত মানুষেরে তুমি অবজ্ঞা কোরো না।
মৃত মানুষেরে তুমি আবার মেরো না, তাতে কোনো
পৌরুষ আছে কি? আমি তোমারই ভালোর জন্য বলি,
কাম্য কল্যাণ যদি চাও তবে অমান্য কোরো না—
অসতো মা সদ্‌গময়, আমি এক শুভার্থী তোমার।

ক্রেয়োন। বৃদ্ধ যে সন্দেহ নেই, তীরনিক্ষেপের কালে তবু
এদিক-ওদিক হয় না! আমি জানি, ভালো ক'রে জানি
পেশাদার জ্যোতিষীর সমস্ত রকম ছলাকলা,
যে-কোনো উপায়ে এই জ্যোতিষীরা স্বার্থসিদ্ধি ক'রে

জুয়া খেলে। কিন্তু সারা সার্দিনিয়ার রৌপ্যরাশি,
ভারতবর্ষের সব সোনা এনে উপুড় করুন,
বিশ্বাসহন্তাকে তবু একতিল সমাধির মাটি
দেবো না, দেবো না আমি। ঈশ্বরের ঈগলের ঝাঁক
মৃতের কঙ্কাল বয়ে জিউসের শীর্ষসিংহাসনে
নিয়ে যাক, তবু জেনো বিশ্বাসঘাতক এক কণা
পাবে না গোরের মাটি, তাছাড়া এ-কথা ব'লে রাখি
ঈশ্বরের মহিমায় হস্তক্ষেপ কোনো মানুষের
সাধ্যের আয়ত্তে নেই। অধিকন্তু তাইরেসিয়াস,
মুনফার লোভে মরে অতিশয় বৃদ্ধ সে-মানুষ
যে বলে কুচক্রী বাক্য তত্ত্বকথার আচ্ছাদনে।

তাইরেসিয়াস। হায়!
সারা পৃথিবীতে বুঝি একজনও জানে না, বোঝে না?

ক্রেয়োন। কী জানে না? বলুন না সর্বসমক্ষে সেই কথা।

তাইরেসিয়াস। জানো না কি সদুক্তি যে বিকোয় না স্বর্ণমূল্যেও?

ক্রেয়োন। এ-কথা অন্তত বুঝি, নির্বুদ্ধিতা মস্ত ক্ষতিকর।

তাইরেসিয়াস। অথচ তোমার মধ্যে ক্ষতিকর সেই নির্বুদ্ধিতা।

ক্রেয়োন। রাষ্ট্রগুরু, অপমান করতে আমি ভ্রূক্ষেপ করিনে।

তাইরেসিয়াস। অপমানকারী, তুমি আমাকে বলেছো মিথ্যাচারী!

ক্রেয়োন। এই জ্যোতিষীর জাত যথারীতি অর্থপিশাচ।

তাইরেসিয়াস। রাজার লালসা তার চেয়ে আরো গর্হিত তাহ'লে।

ক্রেয়োন। আপনি কী বলছেন! আপনি কাকে কী বলছেন?

তাইরেসিয়াস। তোমাকে দিয়েছি রাজ্য, তুমি রক্ষী, আমি শিক্ষাগুরু।

ক্রেয়োন। ভুয়োদর্শী গুরুদেব, কিন্তু গুরুদক্ষিণাকাতর।

তাইরেসিয়াস। জিহ্বাসংবরণ করো, শেষ কথা এখনো বলিনি।

ক্রেয়োন। নিঃসংকোচে ব'লে যান, উৎকোচের ভরসা না-রেখে।

তাইরেসিয়াস। আমার ধর্মকে তুমি বাস্তবিক পেশা মনে করো?

ক্রেয়োন। করিই তো, নই কারো চক্রান্তচালিত ক্রীড়নক।

তাইরেসিয়াস। তবে বলতে বাধ্য হই। সূর্য তাঁর রথপর্যটনে
আরেক অয়নপথ অতিক্রান্ত হ'তে না-হতেই
ঘনাবে তোমার রাত্রি। তোর পুত্র নিজ মৃত্যু দিয়ে
শুধবে মৃত্যুর ঋণ, মরণ তোমার মহাজন,

তুমি তার অধমর্ণ, তার কাছে দুই ভাবে ঋণী!
এক, তুমি একটি জীবন পাঠিয়েছো মরণের
পরীক্ষার্থিনী ক'রে জীবন্ত কবরে। দ্বিতীয়ত,
মৃত মানুষের মৃত্যুসূত্রে প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার
অস্বীকার ক'রে তুমি এক মানুষের মৃতদেহ
অনাদৃত স্বজনের রোদনবঞ্চিত অনাবৃত
রেখেছো পথের মধ্যে। এর ফল কখনো ভেবেছো?
কর্মফল ভোগ করো. প্রতিক্রূর নরকের প্রেত,
পাতালের পিশাচিনী তোর জন্য উদ্‌গ্রীব রয়েছে,
তারাই তোমাকে দেবে তোমার নিজস্ব পরিণাম।
বোঝো তবে কী ইষ্ট সাধিত হ'লো জ্যোতিষীর? বোঝো,
আর খুব বেশি দেরি নেই, তোর প্রাসাদমহল
আবালবনিতাবৃদ্ধ ভ'রে তুলবে মড়াকান্নারোলে;
তোকে ঘিরে শাপ দেবে প্রতিবেশী প্রতিটি নগরী,
তাদেরও অর্পিতপ্রাণ শহীদেরা যোগ্য সম্মান
পায়নি, শিকারি জন্তু সৎকার করেছে, তাদেরও তো
উনানে চুল্লিতে রক্ত পড়েছিলো পরিতৃপ্ত যতো
কুকুরের মুখ থেকে, শকুনির মুখ থেকে। তুমি
আমারে কথার বিষে দগ্ধেছো, এবার তুমি নিজে
বক্ষোবিদ্ধ হও অভিসম্পাতের ধারালো শায়কে,
মর্মে-মর্মে যাতনার অর্থ বোঝো, পরিতাপ করো।
ওরে বাছা, কই তুই, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল,
সাপ তার কণ্ঠবিষ উগরে দিক বয়ঃকনিষ্ঠেরে,
তারপর শান্ত হোক। চল বাছা, বাড়ি নিয়ে চল।

[**তাইরেসিয়াস ও বালকটির** নিষ্ক্রমণ

সূত্রধার। উনি চ'লে গিয়েছেন, মহারাজ। ব'লে গিয়েছেন
দুর্বাক্য ভীষণ, আর রক্ষা নেই। এক মাথা চুল
যবে কালো ছিলো সেই যুবাকাল থেকে বৃদ্ধকালে
সব শাদা হ'লো—ওঁর কোনো বাক্য বিফল দেখিনি।

ক্রেয়োন। সে-কথা আমিও জানি, শঙ্কা এসে আমাকেও ঢাকে,
তাঁর কাছে নত হওয়া দুঃসহ যে, কিন্তু দর্পনাশা
নিয়তি দংশায় যদি, হায়, সে যে আরো দুর্বিষহ।

সূত্রধার। ক্রেয়োন, আপনি যদি পরামর্শ নিতেন এখন।

ক্রেয়োন। বলুন, বলুন, আজ শিরোধার্য আপনার আদেশ।

সূত্রধার। তবে মুক্ত ক'রে দিন সেই তরুণীরে, আর সেই
অবজ্ঞাত মৃতটির সমাধির উদ্যোগ করুন।

ক্রেয়োন। আপনারা তাহ'লে কি এ-ইচ্ছাই পোষণ করেন?

সূত্রধার। মহারাজ, অতি শীঘ্র এই কাজ সম্পাদিত হোক,
অন্যায় প্রতিবিধানে দেবতারা সত্বর তৎপর।

ক্রেয়োন। হা ঈশ্বর! এ বড়ো কঠিন কাজ, তবু তাই হোক,
বৃথা কেন আমি আর গ্রহের বিরুদ্ধে যুঝে মরি!

সূত্রধার। তবে যান, স্বহস্তে কঠিন কাজ সমাধা করুন।

ক্রেয়োন। এই মুহূর্তেই যাবো, যত অনুচর,
কুঠার কুড়াল নিয়ে সকলে এখনি
অদূর পাহাড়ে চলো, নির্দেশ পেয়েছি।
আগে তো বুঝিনি, বড়ো দেরিতে বুঝেছি
যে-আমি রুধেছি তারে, সেই আমি তার
বাঁধন খুলবো। যত কষ্ট হয় হোক,
আজীবন সনাতন সত্যরক্ষা ভালো।

সংস্তব

স্থায়ী ॥ এক

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং
যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।

শত নামে এক, তুমি কদ্‌মস্‌-কন্যার বাহুলীন,
বজ্রবন্ত জিউসের শিশু ইতালিয়া-প্রাণবায়ু।
রহস্যময়ী এলেউসিনিয়া তোমার চরণে ঝরে,
তোমার সকাশে ইসমেনাসের জল
ব'য়ে-ব'য়ে যায় র'য়ে-র'য়ে ছলোছল,
মোহনিয়া সেই মেয়েদের মাতা থেবা নগরীর 'পরে
মাটিতে লুকানো ড্র্যাগনের দাঁত—এ-সবই তোমার তরে॥

অন্তরা ॥ এক

তোমার জন্য দাবানল জ্বলে দুই চূড়া গিরিভঙ্গে
কোর্‌সিয়া যত নর্তকী নাচে উতল জলতরঙ্গে,
আরোহ ছন্দে রণিত তাদের চরণের কিঙ্কিণী,
নিম্নে বিনীতা কাস্তালিয়ার স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী।
তোমার লাস্যে নুসা পাহাড়ের অঙ্গে
আঙুরগুচ্ছ বেয়ে-বেয়ে ওঠে সারাদিন সারাদিনই,
আঙুরগুচ্ছ ঢুলে-ঢুলে পড়ে অন্তরীপের অঙ্কে,
অপর্যাপ্ত পুস্পস্তবক স্তোত্রসঞ্চারিণী,
এ-পথ ও-পথ অঞ্জলি দেয় তোমার মহাজীবনকে ॥

স্থায়ী ॥ দুই

তীর্থের সেরা থেবাই নগরী তোমার প্রিয়,
তারে ভালোবাসো তুমি ও তোমার জননী জিউসজায়া,
তারি পাশে এসো, হেরো তার মুখে দুর্দিন ফেলে ছায়া,
তোরণে-তোরণে অভয়মন্ত্র দিয়ো,
চকিতে মেটাও ব্যথিতের ব্যথা তৃষিতের অশনায়া,
পার্নাসিয়ার পর্বতচূড়ে তুমি যে পার্নাসীয়,
গর্জমুখর জলপথ জুড়ে মূর্ত তোমার মায়া।

অন্তরা ॥ দুই

অগ্নিবর্ষী তারাপুঞ্জের আলোড়িত সমতানে
তুমি অগ্রণী হে রাজরাজেশ্বর,
হে অধিনায়ক, সমবেত গানে-গানে
ঝরাও অঝোর নৈশিকী নির্ঝর—
বন্দে সবাই জিউসের সন্তানে;
তুমি এসো, আর মাতুক তোমার মত্ত যতেক চর
সারারাত গীতিনৃত্যনাট্যে নায়কের সম্মানে।

একজন **বার্তাবহ** প্রবেশ করলো

তোমরা যারা বার্তাবহ কাদ্‌মস্‌ নগরীতে থাকো, তারা শে
তোমরা যারা আম্ফিয়ন-নাগরিকবৃন্দ, তারা শোনো,
মানুষের জীবনের মজবুত ভিত্তি আছে কিনা,

বলতে পারবো না। তবে এটা ঠিক, ভাগ্য নামে এক
অদ্ভুত খেয়ালি আছে, সে নাচায় সুখী ও দুঃখীরে,
কার কী কপাল কেউ কোনোদিন বলতে পারে না।
শত্রুর কবল থেকে ক্রেয়োন যখন এ-শহর
বাঁচিয়ে সারাটা রাজ্য সাবধান মুঠিতে নিলেন,
পিতার গৌরবে রাজসিংহাসন আলো হয়েছিলো।
তিনি আজ সর্বহারা—সেই তিনি। যে-জন নিজেকে
মন্দভাগা করে সে যে বেঁচে আছে ব'লেই ধরি না,
সে আসলে মারা গেছে : যদি ইচ্ছা করো ঘর ভ'রে
ধনরত্ন জমা করো, জমা করো, যতো ইচ্ছা করো,
রাজার পোশাক প'রে যতো ইচ্ছা রাজা সাজো, তবু
যে-রাজ্যে আনন্দ নেই, ছায়ারাজ্য। সুখের বদলে
ছায়ারাজত্বের ছায়া কিনবো ব'লে ভুলেও ভেবো না।

সূত্রধার। এনেছো কী দুঃসংবাদ? রাজার বাড়ির সর্বনাশ?

বার্তাবহ। মৃত্যুসংবাদ, কিন্তু যে মেরেছে সে রয়েছে বেঁচে।

সূত্রধার। কে কাকে মেরেছে, বলো; কোন সে-জল্লাদ? কে মরেছে?

বার্তাবহ। আইমোন মৃত, কিন্তু আগন্তুক মারেনি তো তাঁকে!

সূত্রধার। আততায়ী তাহ'লে কি তাঁর পিতা, না তিনি নিজেই?

বার্তাবহ। পিতৃকৃতকর্মে ক্ষোভে আত্মহত্যা করেছেন তিনি।

সূত্রধার। ভাবিকথকের কথা ফ'লে গেলো অক্ষরে-অক্ষরে!

বার্তাবহ। যা-ই হোক, এর পর কী কর্তব্য, সেটাই ভাবুন।

সূত্রধার। কিন্তু এ কী, ঐ দেখি ক্রেয়োনের রানী এউরুদিকে
এই দিকে আসছেন, দ্বারলগ্না দুর্ভাগিনী রানী—
অকারণে, নাকি তিনি আইমোনের কথা শুনেছেন?

এউরুদিকের প্রবেশ

এউরুদিকে ওগো নাগরিকবৃন্দ, আপনাদের কথার গুঞ্জন
কানে আসছিলো, আমি পাল্লাস দেবীর পূজা নিয়ে
মন্দিরে চলেছিলাম, সেইক্ষণে। দরজার শিকল
যেই না খুলেছি অমনি অন্দরমহল থেকে এসে
চাপা শব্দ কানে বিঁধলো, আচমকা আতঙ্কে সংজ্ঞাহারা
মাথা ঘুরে একেবারে প'ড়ে গেছি দাসীদের হাতে,

কিন্তু কী বলছিলেন, সমস্ত বলুন। বহুদিন
আমি দুঃখসহা, আমি সব দুঃখ সইতে পারবো।

বার্তাবহ। মহারানী, সে-ভার নিলাম আমি, যা দেখেছি সবই
নিবেদন করি, আমি এক বর্ণ কমাবো না তার।
একটু গল্পের রং চড়াবো না, সেই রূপকথা
মিথ্যা কথা হবে। তাই সত্য কথা সবচেয়ে ভালো।
মহারাজ যাচ্ছিলেন পাহাড়ের চুড়োয়, যেখানে
মড়া পোলুনাইকেস প'ড়ে ছিলো, কুকুরের দল
ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেছে তাকে। প্লুতো, পাতালের যম আর
হিংসুটি ত্রিপথেশ্বরী এই দুই দেবতার কাছে
পোলুনাইকেসের নামে প্রার্থনা করতে বসলাম :
তারপর মৃতদেহ জলে ধুয়ে পাশের বনের
গাছ থেকে ডাল কেটে ছড়ানো মাংসের টুকরোগুলি
জড়ো ক'রে চিতা সাজালাম, শেষে ছাইয়ের উপরে
মাতৃভূমি থেবানগরীর মাটি ছড়িয়ে দিলাম।
তারপর, একটু না-জিরিয়েই খুঁজতে গেলাম
রাজকুমারীর জন্য পাথুরে গালিচা-পাতা ঘর—
যেখানে মরণ তার ঘরনীর জন্য অপেক্ষায়
ওৎ পেতে ছিলো, সেই গুহাগর্তে। আমাদের মধ্যে
একজন শুনতে পেলো কে যেন ককিয়ে উঠলো জোরে,
সে তখনই ক্রেয়োনকে ডেকে আনলো, বাতাসে কে যেন
কেঁদে যাচ্ছে পাষাণব্যথার ভারে, সেই স্বর ধ'রে
সামনে গিয়ে আমাদের মহারাজা ডুকরে উঠলেন—
"হা অদৃষ্ট! বুক কাঁপছে সর্বনাশের আশঙ্কায়।
এমন ভীষণ রাস্তা এ-জীবনে কখনো হাঁটিনি।
এ নিশ্চয়ই রাজপুত্র আইমোনের কান্নার স্বর!
ওরে ও প্রহরী, চল;—পাথর সরিয়ে গুহামুখে.
দেখি সত্যি আইমোনের গলার আওয়াজ কিনা, নাকি
স্বর্গ থেকে দেবতারা মোরে করে ব্যঙ্গকৌতুক।"
—সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে গেছি আমরা সবাই. তারপর
শেষ গুহাগর্তে যেই পৌঁছলাম, থমকে গেলাম,
পরনে তসরশাড়ি গলায় দড়ির ফাঁস হ'য়ে

মেয়েটিকে ঘিরে আছে, ঝুঁকে সে-মেয়েটি ঝুলে আছে,
আর তার কাঁধে তাকে জড়িয়ে কাঁদছেন আইমোন,
চিরতরে শেষ মিলনের ছিন্ন গাঁঠছড়া ধ'রে
অবলা বধূর কাছে পিতৃভয়ে ভাগ্যহত স্বামী।
রাজা সব দেখলেন, আর্তস্বরে ব'লে উঠলেন;
"এ তুই কী করেছিস, আইমোন? তোর মনে কী ছিলো?
ঘটেছে কী দুর্ঘটনা? আয়, আয় বাইরে চ'লে আয়,
আমি তোর পিতা, তোর কাছে তোরই প্রাণভিক্ষা করি।"
শুনেই রাজার ছেলে তীব্র ঘৃণাভরে তাঁর দিকে
তাকালেন, রাজার মুখের 'পরে থুতু ফেললেন,
নিঃশব্দে ছোরার বাঁটের ভাঁজে হাত রাখতেই
রাজা পিছু হটলেন, ছোরাটার টিপ ফসকে গেলো,
রাগে ক্ষোভে রাজপুত্র অমনি ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন
ছোরাটার মুখে, বুক ফেটে রক্ত ঝলকে-ঝলকে
ছুটে এলো. তিনি তবু শ্বাস টেনে কাঁপতে-কাঁপতে
বধূকে বুকের মধ্যে ক্ষতস্থানে জড়িয়ে ধরলেন,
অবশ দু'হাতে, রক্ত অঝোরে ফ্যাকাশে গাল বেয়ে
পড়তে লাগলো...তাঁর মৃত্যু ঠিক এই ভাবে হ'লো।
মৃত্যু ও মিলন হ'লো একাকার, একটি দম্পতি
উৎসব করার জন্য রাত্রির বাসরে গেলো চ'লে ...
যে এ-সব ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শক, সে-ই বোঝে
মানুষের দুঃখের কারণ তার অদূরদর্শিতা।

[এউরুদিকের নিষ্ক্রমণ

সূত্রধার। একী! মহারানী দেখি কোনো কথা না-ব'লে হঠাৎ
চ'লে গিয়েছেন, কেউ বলতে পারো কেন গিয়েছেন?

বার্তাবহ। আমারও অবাক ঠেকছে, তবে, মনে হয়, মহারানী
শোকে মুহ্যমান তবু লোকচক্ষে তাঁর সে-দুঃখ
দেখাতে চান না, তাই চুপি-চুপি কাঁদতে গেছেন।
তাঁর সঙ্গে ঘরের দাসীরা শুধু আড়ালে কাঁদবে,
ভেঙে পড়লেও তিনি রাজরানী, শান্ত, গরবিনী।

সূত্রধার। কী জানি, নিজে তো আমি চরম দুটোই ভয় করি,

মৌন নিথরতা কিংবা বুক-ফাটা কান্নার মূঢ়তা।

বার্তাবহ। যা হোক, এখন সব জানা যাবে। বাড়ির ভিতরে
দেখে আসি, কী ক'রে যে মহারানী এত বড়ো শোক
মুখ বুজে সইছেন! মহাশয়, ঠিক বলেছেন,
অতি নীরবতা পাথরের মতো বুক চেপে বসে।

[প্রস্থান

সংস্তব

হেরো, হেরো ঐ রাজাও বিফলকাম.
দু'হাতে বহেন নিজের দুঃখভার,
হেরো চঞ্চল মানুষের পরিণাম,
স্বেচ্ছাচারিতা ক্ষয় করে সংসার।

[রক্ষীসহ **ক্রেয়োনের** প্রবেশ, **আইমোনের** মৃতদেহ
ক্রেয়োন বহন করছেন।

ক্রেয়োনের গান

স্থায়ী ॥ এক

অন্ধ চিতে বুনেছিলাম পাপের পরে পাপ,
এখন পরিতাপ,
শক্তিমান — সে বুঝি বাঁধে ? সর্বশক্তিমান —
সে বুঝি হানে ? তোমরা দ্যাখো বিচিত্র বিধান।
তোমরা দ্যাখো—ঘাতক পিতা, নিহত সন্তান!
মৃত্যু নিলো যৌবনের প্রাণ,
এ যেন যুবা নবজাতক সম,
নিশ্বাসের পবন হ'লো নিশ্চুপ পাষাণ,
আমারি পাপ, নিরপরাধ বিগত শিশু মম।

সূত্রধার। বিলম্বিত, মহারাজ, সত্যপথে এসেছেন আজ।

ক্রেয়োনের গান

স্থায়ী ॥ দুই

এখন শুধু রুদ্ধ পথ, পারিনে যেতে আর,
বিনত শিরে বহন করি অভিশাপের ভার,

ক্লান্তি নামে ক্লান্তি ছায় দিনান্তে আমার,
দেবতা রাখে আমারে তার পরুষ পদতলে,
অন্ধকার, অন্ধকার, শুধু অন্ধকার,
মিথ্যা হ'লো সকল শ্রম, দিন গেলো বিফলে।

বার্তাবহের প্রবেশ

বার্তাবহ। প্রভু, বুকভরা দুঃখে আজ আপনি ব্যথার মালিক,
একটি ব্যথার ভার আপনার দু'হাতে এখন,
আরেকটি আপনার অট্টালিকায়, অপেক্ষায়।

ক্রেয়োন। কোন দুর্ঘটনা? আর কোন সর্বনাশ বাকি আছে?

বার্তাবহ। আমাদের মহারানী, রাজপুত্র আইমোন-মাতা
স্বর্গতা এখন, তিনি সদ্যোমৃতা দুঃখের আঘাতে।

ক্রেয়োনের গান

অন্তরা ॥ এক

তোমার সাথে কে পারে হাইদাস,
কালান্তক তুমি যে যম পাতালদ্যুস্পতি,
কী সন্তোষে কাড়বে তুমি আমার নিশ্বাস?
রুক্ষভাষী, এনেছো বহে এ-কোন দুর্গতি!
মৃত যে-জন, আবার তার প্রতি
নিদয় কেন হানো মরণ-পাশ?
করুণাহীন, এখনো সংহরো,
মরণে কেন আরো মরণ সংকলন করো,
নিয়েছো কেন নারীর প্রাণ, দুঃখে কেন বাড়াও সন্ত্রাস?

বার্তাবহ। দেখুন নিজের চোখে। খুললো প্রাসাদসিংহদ্বার।

উন্মুক্ত বেদী দেখা যাচ্ছে, **এইরুদিকের** মৃতদেহ বেদীতে শায়িত

ক্রেয়োনের গান

অন্তরা ॥ দুই

বলো কী কাজ এখনো বাকি আর?
কোন কাহিনী এখনো অকথিত?
বাহুতে মোর কুমার সুকুমার
মৃত!

অভাগা চোখে দেখি সে-মুখ নিথর নিদ্রিত!
কোথায় গেল রাজকুমার! জননী গেলো তার!

বার্তাবহ। ওখানে বেদীর মধ্যে তীক্ষ্ম ছুরিতে বক্ষ বিঁধে
রাজকুমারের মাতা, রাজরানী। চোখের পাতায়
পূর্বমৃত মেগারিয়াসের জন্য কালো চোখে কেঁদে
তারপর আইমোনের নাম নিয়ে কী-কান্না তাঁর!
সবশেষে পুত্রঘাতী রাজার উদ্দেশে অভিশাপ।

ক্রেয়োনের গান

স্থায়ী ॥ তিন

শঙ্কায় আমি স্তব্ধ অসাড়!
সুতীক্ষ্ম ছোরা হাতে আছে কার?
কাছে এসে নাও জীবন আমার।
হায়, হায়, আমি কেন বেঁচে আর?
যন্ত্রণা সার, যন্ত্রণা সার।

বার্তাবহ। হয়তো এটাই তিনি চেয়েছেন মৃত্যুর সময় :
"যার জন্যে আমার দু-ছেলে গেছে, প্রতিফল পাক্।"

সূত্রধার। কী ভাবে বরণ ক'রে মৃত্যুকে নিলেন মহারানী?

বার্তাবহ। যেই শুনলেন তাঁর পুত্রের মরণে কান্নারোল,
অমনি বুকের মাঝে ছোরাটাকে বসিয়ে দিলেন।

ক্রেয়োনের গান

স্থায়ী ॥ চার

আমার এ-পাপ, আমার এ-শোক,
আরোপ কোরো না নিরপরাধে,
আমিই আমার পুত্রঘাতক,
এই ধরণীর শেষ সীমাতে
নিয়ে যাও মোরে। আমি পলাতক
জন্মদিনেই মৃত্যুফাঁদে!

সূত্রধার। আপনি ভালোই বলেছেন, ঘোর দুঃসময় এলে
যা হবার সেটাই তো অতি দ্রুত হ'য়ে যাওয়া ভালো।

ক্রেয়োনের গান

অন্তরা ॥ তিন

নিয়তি, তোমায় স্বাগত অপার,
মোর শিরে হানো চিরবিরতি,
আনো অন্তিম রাত্রি আমার,
সেই তো আমার পরমাগতি,
দেখতে দিয়ো না প্রত্যূষা আর।

সূত্রধার। কালকের কথা কাল; আজো কিছু করণীয় কিনা,
ভাবতে হবে। এর বেশি আমাদের চিন্তনীয় নয়।

ক্রেয়োন। মিশেছে আমার কন্ঠ সবার মিলিত প্রার্থনায়।

সূত্রধার। প্রার্থনা এখন থাক। অনিবার্য অদৃষ্টের থেকে
পৃথিবীর মানুষের একতিল অব্যাহতি নেই।

ক্রেয়োনের গান

অন্তরা ॥ চার

মানবজন্ম গেলো পরমাদে,
এমন জীবন অবসান হোক,
পত্নীহন্তা পুত্রঘাতক—
কে তারে ক্ষমিবে? নিজেরি হাতে
নিজে মরি আমি। অসহ অমোঘ
তমিস্রভার নিয়েছি মাথে।

[রক্ষীসহ ক্রেয়োনের নিষ্ক্রমণ

সংস্তব

মানুষের কাছে প্রজ্ঞার চেয়ে মহত্তর
আর-কিছু নেই। বিধাতার বাণী সগৌরবে
নিত্য ধ্বনিছে, সেইখানে মাথা নোয়াতে হবে।
মুখর দম্ভ প্রভুর অনল এড়ালো কবে?
মহানির্বাণে দর্প হরো,
তার আগে তুমি বৃদ্ধেরে করো জ্ঞানবৃদ্ধ, গোধূলিনভে ॥

আন্তিগোনে নাটকের দেবায়তন

॥ আফ্রোদিতে ॥

রতি ও রূপের দেবী। সীথারা দ্বীপের অদূরবর্তী সমুদ্রের ফেনায় এঁর জন্ম। চির কুমারী দেবী আর্টেমিস রুক্ষ শীতল উত্তরাঞ্চলে থাকতে ভালবাসতেন, কিন্তু আফ্রোদিতে দক্ষিণ দ্বীপের মোহিনী সাগরিকা। জিউস তাঁকে সবচেয়ে কুশ্রী দেবতা হেফায়েস্তাসের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন এবং তার পরের ইতিহাস কৌতুকোদ্দীপক। সোনালি আপেলের বিখ্যাত প্রতিযোগিতায় প্যারিস এঁকেই পুরস্কার দান করেন। রোমের দেবালয়ে ইনি ভেনাস, সিরিয়ায় অ্যাসটার্ট।

॥ আরেস ॥

যুদ্ধের দেবতা। জিউস ও হেরার সন্তান। শুধু রণদেবরূপেই নন, রোমাঞ্চকর বিগ্রহ হিসেবেও বিচিত্রিত। হেরোডোটাসের সাক্ষ্য মানলে জানা যায়, আর্টেমিস আর দিয়নুসাস ছাড়া আর কারুকেই থ্রেসবাসীর তাঁর সঙ্গে সমমর্যাদার আসনে বসিয়ে পূজা করেনি। হোমার তাঁকে আফ্রোদিতের আসক্ত ক'রে বেশ একটু তাচ্ছিল্যই দেখিয়েছেন। ওডিসিতে তাই দেখা যাবে, 'মহানুভব' হেফায়েস্তাস তাঁদের মুক্ত ক'রে দিতেই আফ্রোদিতে সাইপ্রেসের পাফোস দ্বীপের নির্বিঘ্ন সুন্দর আশ্রয়ে লুকোলেন, আর আরেস তো থ্রেস দেশে পালিয়ে বাঁচলেন। সোফোক্লেস আরেসকে অশ্রদ্ধা না করলেও মৃত্যু বা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব'লে সমীহ করেছেন। আন্তিগোনে নাটকের প্রথম সংস্তবের দ্বিতীয় স্থায়ী অংশে সেই সশঙ্ক উল্লেখ ঘটেছে। রোমক যুগে গ্রীক আরেস মার্স নাম নিয়েছেন।

॥ এরোস ॥

অর্ফিক সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে পবন এঁর জনক। ট্রিটোপ্যাটোরেসের অ্যাটিক আচারের সঙ্গে এই জন্মরহস্যের একটা যোগসূত্র ছিলো এবং বিবাহের প্রাক্কালে দম্পতিরা এঁকে পূজা দিতেন। রাত্রির রুপালি ডিম থেকে জন্ম নিয়ে ইনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে সঞ্চালিত করেছিলেন। প্রেমের দেবতা রূপে কীর্তিত এই দেবতাকে থেসপীয় জনসাধারণ প্রত্যেক চার বছর অন্তর রাজকীয় সমারোহে স্মরণ করতো—প্লুটার্ক সে কথা ব'লে গিয়েছেন। রোমবাসীরা এঁকেই কিউপিড নামে সম্বোধন করতে আমাদের শিখিয়েছেন।

॥ জিউস ॥

সর্বাগ্রণী গ্রীক দেবতা। এফতেয়োস জিউস, জিউস মেলিকিয়োস জিউস এপিতেলিয়োস ফিনিওস, জিউস পলিয়াস প্রভৃতি কয়েক-জন দেবতার নামকরণ থেকেই তাঁর বহুমুখী ব্যক্তিত্বের পরিচয় বিবৃত। আবার লেডার কাছে হংস, ইউরোপার কাছে বৃষ, দানাএর কাছে স্বর্ণক্ষর ইত্যাদি রূপ-ভেদেও তাঁর অমিত ক্ষমতা বিকীর্যমান। ঈসকাইলাস লিখেছেন : 'জিউস দ্যুলোক, জিউস ভূলোক, জিউস সুরলোক। সব কিছুই জিউস, সব ছাপিয়ে সব ছাড়িয়ে জিউস।' দেবতা হিসাবে ইনি যথেচ্ছ, গ্রহরূপে নীতির প্রতিভূ। রোমক দেবতা জুপিটার তাঁরি অন্য নাম॥

॥ তান্তালস ॥

দেবতাদের মধ্যে এঁকে ঢুকিয়ে দেওয়ার উপায় নেই, ঠিক-ঠিক মানবসমাজের মধ্যেও না। পেলোপস ও নিওবির দুর্ভাগা পিতা তান্তালসকে বিচিত্র উপায়ে নির্যাতন করা হয়েছিল। জলের ভিতর আকন্ঠ-মজ্জিত, অথচ পান করতে গেলেই সেই জল সরে যায়; মাথার উপরে ফলভারে লতা নুয়ে আছে, অথচ তাঁর হাত নাগাল পাচ্ছেনা। কেন এই শাস্তি, সেই তদন্তে কেউ বলেন প্যান্ডারেওসের জন্য জিউসের সোনালি কুকুর তিনি চুরি করেছিলেন; কেউ বলেন : মানুষ হ'য়েও তিনি দেবতাদের মত সুখী হ'তে চেয়েছিলেন। জিউস তাঁর সেই দুরাশা পূরণ করেও দন্ডস্বরূপ তাঁকে দুঃখী পাথরের কাতরতা দিয়েছিলেন।

॥ দানাএ ॥

আর্গোসরাজ অ্যাক্রিসিয়াসের কন্যা। রাজকন্যার পুত্র মাতামহকে হত্যা করবে, এইরকম দৈববাণী শুনে অ্যাক্রিসিয়াস পিত্তলনির্মিত দুর্গে তাঁকে অন্তরীণ ক'রে রেখেছিলেন। মানবী হ'লেও জিউস ভালবেসে সোনার প্রপাত ঝরিয়ে তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন।

॥ দিয়নুসাস ॥

সুর ও সুরার দেবতা। ক্যাদমস রাজকন্যা সিমিলি (চাঁদ) ও জিউসের সন্তান ঈর্ষাময়ী হেরাদেবীর পরামর্শে সিমিলি ছদ্মবেশী জিউসকে আপন স্বরূপে উদ্‌ঘাটিত হ'তে বলায় তিনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে বজ্র ও বিদ্যুতের বেশে তাঁকে গলাধঃকরণ করেন। হার্মেস অবশ্য তখন সবেমাত্র ছয়মাসেব শিশু দিয়নুসাসকে আরও তিন মাস নিরাপদে বেড়ে উঠবার উদ্দেশ্যে জিউসের উরুর মধ্যে যত্নে সেলাই ক'রে রাখেন। প্রথমবার সিমিলির গর্ভে, তারপর জিউসের উরু থেকে তাঁর জন্ম ব'লে

তিনি দ্বিজ ব'লে পরিচিত। প্লেটো বা আপোল্লোডোরাস তাঁকে 'দুই দরোজার শিশু' ব'লে চিনিয়ে দিয়েছেন। এঁর সঙ্গে তৎকালীন যৌথগীতি 'ডিথিরাম্ব' যুক্ত হয়েছিল। কারণ এই নিসর্গদেবতার পৌনঃপুনিক জন্ম ও মৃত্যুর বৃত্ত ডিথিরাম্বের মধ্যে গীতিনাট্যরূপ পেয়েছিল। এই হলো ট্র্যাজিডির মৌলসূত্র, একথা আমরা অনেকের কাছেই শুনেছি। নুসা পাহাড়ের পরীরা এঁকে প্রতিপালন করেছিলেন, এবং হেরার ভয়ে স্বয়ং জিউসই তাঁকে সেই পাহাড়ে রেখে এসেছিলেন। এত বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতায় বড়ো হ'য়ে উঠেছিলেন ব'লেই ট্র্যাজেডির দুঃখ ও কমেডির উল্লাস দুয়েই তাঁর তুল্য অধিকার। দ্বিতীয়োক্ত উদাহরণে তিনি ব্যাকাস নামে বিদিত। অর্ফিউস ও দিয়নুসাস, দুটি দেবতা গ্রীসবাসীর হৃদয়ে একটি নিবিড় তাৎপর্য পেয়েছিল। আরেসদেবের আশংকায় ত্রস্ত সোফোক্লেস তাঁকে সম্বোধন করে 'ঈদিপাস টিরানোস' নাটকের একটি 'সংস্তবে' বলেছেনঃ

> ওগো তোমার সোনার ঝালর উষ্ণীষে উজ্জ্বল,
> সুরায় মাতো, সুরে মাতাও দেবদাসীর দল,
> দিয়নুসাস মশাল জ্বালো ভয়ের রাত্রি জুড়ে
> দেবতাদের উপেক্ষিত আরেস যাক্ না দূরে।

॥ নিওবি ॥

তান্তালসের দুঃখদায়ভাগিনী ব'লে এঁকে বর্ণনার অন্তর্গত করা হ'লো। ইনি তান্তালসের কন্যা। এবং আম্ফিওনের পত্নী। ইউরিপিডেস ও আপোল্লোডোরাসের মতে নিওবি সাত পুত্র ও সাত কন্যার জননী ছিলেন। আপোল্লো আর আর্টেমিসের মাতাকে গরবিনী নিওবি অপমান করেছিলেন ব'লে তাঁরা দুজনে তাঁর দুটিমাত্র শিশু ছাড়া সবাইকে হত্যা করেন। এমনও শোনা যায়, একটিকেও নাকি তাঁরা অবশিষ্ট রাখেন নি, এমন কি আম্ফিমিয়াসকে নিহত ক'রে তবেই তাঁদের আশ মিটেছিলো। ন'দিন ন'রাত্রি নিওবি অঝোরে কাঁদলেন। কিন্তু জিউসের চক্রান্তে থেবা দেশের লোকেরা সকলে পাথর ব'নে গেলেন ব'লে কেউ তাঁদের শেষ কাজের জন্য আসতে পারলেন না। দশ দিনের দিন অলিম্পিয় কয়েকজন মানুষ শেষ কৃত্য করতে রাজী হ'লো। নিওবি তাঁর বাবার দেশে গিয়ে সিপুলস পাহাড়ে লুকোলেন। এবার করুণাপরবশ জিউস তাঁকে স্থির মূর্তি ক'রে দিলেন। সেই শিলানিথর মূর্তি প্রথম গ্রীষ্মে আজও অশ্রুপাত ক'রে। শেক্সপীয়ার হ্যাম্লেটের মুখে 'নিউবির মত অশ্রুময়ী' কথাটা বসিয়ে দিয়েছেন; তুলনাসূত্রটি সেক্ষেত্রে অবশ্য বিদ্রূপাত্মক ছিলো।

॥ পাল্লাস ॥

পার্থেননের মন্দিরে এই অনূঢ়া দেবীর বাস। মাতা হ'তে কখনো চান নি, ধাত্রী হ'য়ে শিশুকে মানুষ করেছেন, যেমন এরিখথোনিওস বা হেরাক্লেসকে। ব্যাপকতর পরিচয়ে তিনি আথেন্স নগরের কল্যাণস্বরূপিণী। তাই তাঁর অন্য নাম আথেনা। নগরের তরুণতরুণীর প্রাণশক্তির প্রেরণা ছিলেন তিনিই। পিতা জিউসের মস্তিষ্ক থেকে জন্ম নিয়ে এই দেবী প্রজ্ঞা ও উদ্যমের প্রতিমা হ'য়ে উঠেছিলেন। তাঁর মুখাবয়বে পুরুষালি যতোটা, সেই তুলনায় নারীত্বের মমতাগুণ ছিলো না। নগরের এই ভাগ্যলক্ষ্মীর একহাতে বর্শা, 'অন্য হাতে মেডুসার মাথা-আঁকা ঢাল।' নারী ও নগরী পাল্লাস নামের মধ্যে এক হয়ে গিয়েছিল। রোমবাসীরা এঁকে মিনার্ভা নামে নিজস্ব ক'রে নিয়েছিল।

॥ পের্সিফোনে ॥

পাতালের ঈশ্বরী। হাইদাস এঁকে বলপূর্বক বিবাহ করেন। জিউস ও ডিমিটারের এই কন্যাকে হাইদাস যখন চুরি ক'রে নিয়ে যান তিনি তখন সিসিলির এন্নি উপত্যকায় বোয়েসিয়ার নুসা অঞ্চলে অথবা আর্কেডিয়া ফিনিনেউসের মতো কোনো নির্জন মালঞ্চে ফুল তুলছিলেন ডিমিটার তাঁকে সারা পৃথিবী তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলেন। পাতালের মৃত লোকালয়ের ফল একটিও খান নি, এই শর্তে জিউস তাঁকে গ্রহণ করবেন জানালেন। এদিকে হারমেসের সহায়তায় এলিউসিয়ার মায়ের সঙ্গে মিলিত হ'লেও হাইদাসের মালী আস্কাসাফাসের বিকৃত সাক্ষ্য অনুসারে যেই জানা গেল যে পের্সিফোনে মৃতদের দেশের ডালিম খেয়েছেন, সব আনন্দ নিভে গেল। শেষ পর্যন্ত হাইদাসমাতা রীআ'র মধ্যস্থতায় একটা রফা হলোঃ বছরের তিন মাস পের্সিফোনে থাকবেন হাইদাসের সঙ্গে, বাকি নয় মাস ডিমিটারের কাছে। মাটিতে শস্যরোপণ ও শস্যের বেড়ে ওঠার প্রতীক হিসেবে এই কল্পনাকে অনেকে ব্যাখ্যা করেছেন। পের্সিফোনের একটি নাম কোরে, আরও একটি নাম প্রস্‌পারিন।

॥ প্লুতো ॥

হাইদাস এঁরই আরেকটি নাম। ক্রোনোস ও রীআ দেবীর সন্তান। পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পাতালরাজ্য পেলেন। অন্য-দু' ভাই—জিউস ও পসিডনের ভাগ্যে যথাক্রমে আকাশ ও সমুদ্র পড়লো। আকেরান, ককিতাস, ফ্লেগেথন আর স্টিক্স—এই সব নদী প্লুতোর রাজ্যের প্রবেশপথটি জুড়ে থাকতো। হাইদাসের ছমছমে পাতালপুরীতে দেহান্তরিত মানুষের প্রেতেরা বাদুড়ের মত ঘুরে মরে, হোমার সেই ছবি এঁকে গিয়েছেন। হেরাক্লেস আকেরনের মুখে শিকল বাঁধা

কুকুরের গলাটা ধরতেই তিনটে কেশরওয়ালা সাপের মাথা সেই গলা থেকে বেরুলো, এরকম নানা কিম্বদন্তী এই যমলোক ঘিরে ছড়িয়ে আছে। মৃতসঞ্জীবনী লতা নিয়ে হিপ্পোলিটাসকে পুনর্জীবিত করেছিলেন ব'লে প্লুতো ও নিয়তীত্রয়ী প্রাণদাতা এসক্লেপিয়াসকে বজ্র দিয়ে মারবার জন্য জিউসকে প্ররোচিত করেছিলেন। স্বর্গসুখধাম লিসিয়াম এর অনতিদূরেই ছিলো। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য ছিলো না। তবে পুষ্পচায়িনী অবস্থায় পের্সিফোনেকে রাণী ক'রে এনেছিলেন, সেই জন্যেই কি ভার্জিল এলিসিয়ামকে এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন? বলা কঠিন। ভার্জিল তো জানতেন এই সাম্রাজ্য সুখের নয়, কারণ এরি একদিকে টার্টারাস—যেখানে চরম পাপীরা শাস্তি পায়; ফ্লেগেথন নদীর ফুটন্ত জল আর তাকে ঘিরে তিনটে দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

॥ ফিনেউস ॥

আগেনের পুত্র ও থ্রেসের নৃপতি। নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এই অপরাধে দেবতারা তাঁকে অন্ধ ক'রে দেন। পুরাণকল্পিত অর্ধনারী বিহঙ্গের মতো দুই কিম্ভূতাকার প্রাণী তাঁকে অকথ্য নির্যাতন করতো। খাওয়ার সময় ভক্ষ্য দ্রব্য কিছু নিয়ে যেতো, কিছু নষ্ট ক'রে দিয়ে যেতো। পরে অবশ্য এদের কবল থেকে ইনি পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। প্রথমা পত্নী ক্লিওপাত্রার মৃত্যুর পর ঈদিআ'কে বিবাহ করলে ঈর্ষাবশত বিমাতাটি ক্লিওপাত্রার দুটি শিশুসন্তান সম্পর্কে অসত্য অভিযোগ জ্ঞাপন করেন। ক্লিওপাত্রার দু' ভাই ক্যানেইস ও জেটস্সে শিশু দুটিকে কারামুক্ত করে প্রাণ রক্ষা করেন।

॥ লাইআস ॥

লাবদাকাসের পুত্র। থেবাই দেশের রাজপদে দীর্ঘকাল অভিষিক্ত ছিলেন। লাইঅস-ভার্যা য়োকাস্তার গর্ভে তাঁর যে-সন্তান হবে সে হবে পিতৃঘাতী, দেলফির মন্দিরে এই দৈববাণী শুনে য়োকাস্তাকে তিনি বিতাড়িত করবার চেষ্টা করেও বিফল হ'য়েছিলেন। যখন সেই শিশুটি সত্যই জন্মগ্রহণ করলো, লাইআস তাঁকে ধাত্রীর কাছ থেকে ছিনিয়ে তার পা ছিড়ে বেঁধে রেখে সিথারন পাহাড়ে ফেলে রেখে এলেন। করিন্থের এক রাখাল এই বিকৃতাঙ্গ শিশুটিকে উদ্ধার করলো—এবং এঁরি নাম ইদিপাস।

॥ লুকাউর্গোস ॥

দ্রুয়াসের পুত্র। থ্রেসদেশের অন্তর্ভুক্ত এদোনিয়ার অন্তর্গত রাজ্যের রাজা। দিয়নুসাস তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলে বৃষতাড়নদণ্ড দিয়ে দিয়নুসাসবাহিনীকে

তিনি ছদ্মবেশে পলায়ন করেন। দিয়নুসাস সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। হোমার অস্পষ্ট গলায় শুধু বলেছেন, লুকাইর্গোস বড়ো বেশি দিন বাঁচেন নি। দেবতাদের বিরোধিতা করেছিলেন ব'লে তাঁরাও তাঁকে নিষ্কৃতি দেন নি। বিপর্যস্ত অথচ শক্তিমান্ এই রাজাকে পথ থেকে সরিয়ে নিষ্কণ্টক হবার জন্য দিয়নুসাস বললেন যতোদিন না তাঁর প্রাণনাশ করা হবে ততদিন সমস্ত থ্রেসবাসী সন্ততিহীন থাকবে। শঙ্কিত এদোনিয়াবাসীরা তাঁকে প্যাঙ্গেইয়াম পাহাড়ে নিয়ে যান, সেখানে বন্য ঘোড়ার দল তাঁকে টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে।

॥ হেকাতে ॥

তর্জমার মুহূর্তে হেকাতে 'হিংসুটি' হয়েছেন। ইনি পাতালপুরীর দেবী। ভূত প্রেত ডাইনিদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। তন্ত্রমন্ত্রও তাঁর করায়ত্ত ছিলো। পের্সিফোনে এঁকে বিশেষ পছন্দ করতেন। তিনটি পথের বাঁকে হেকাতে দেবীকে পুজা করা হ'তো। ত্রিপথগামী দৃষ্টি তিনটি পথের তেমাথায় মেলে আছেন, এটা দেখানোর জন্যে তাঁর যে-সব মূর্তি গড়া হ'তো সবি হ'লো ত্রিমূর্তি।